CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-217 ■ 18 May, 2025 ■ আগরতলা ১৮ মে, ২০২৫ ইং ■ ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশ থেকে মাছ, এলপিজি, ভোজ্য তেল ও ভাঙ্গা পাথর ব্যতিত সমস্ত পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি

সব ধরণের তৈরি পোশাক শুধু নাভা শেভা ও কলকাতা সমুদ্রবন্দর দিয়ে আমদানিতে অনুমতি

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৭ মে ।। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বৈদেশিক বাণিজ্য মহাপরিচালক দপ্তর (ডিজিএফটি) আজ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বাংলাদেশ থেকে কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে বন্দর-নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বিজ্ঞপ্তি ক্রম ০৭/২০২৫-২৬ অনুযায়ী এই নিষেধাজ্ঞা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে। তবে বাংলাদেশ থেকে নেপাল ও ভুটানের উদ্দেশ্যে ভারত হয়ে রপ্তানিকৃত ট্রানজিট পণ্যের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না, বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তাতে, ত্রিপুরায় বাংলাদেশ থেকে মাছ, এলপিজি, ভোজ্য তেল ও ভাঙ্গা পাথর ব্যতিত অন্য কোন পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা যাবে না।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা সব ধরণের তৈরি পোশাক কোনো স্থলবন্দর দিয়ে আনা যাবে না। তবে, এই ধরনের পণ্য আমদানি শুধুমাত্র নাভা শেভা ও কলকাতা সমুদ্রবন্দর দিয়ে আমদানি অনুমোদিত। আমদানি করা পণ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে সেগুলি হল, ফল ও ফল-স্বাদযুক্ত কার্বনেটেড পানীয়, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য, তুলা ও তুলা বর্জ্য সুতো, প্লাস্টিক ও পিভিসি-জাত পণ্যের চূড়ান্ত রূপ এবং কাঠের আসবাবপত্র। তবে রঙ, ডাই, প্লাস্টিকাইজার ও গ্রানুল যেগুলি নিজস্ব শিল্পে ব্যবহৃত হয়, তা এই নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত।

ওই পণ্যসমূহ আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের কোনো স্থল শুল্ক স্টেশন অথবা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট দিয়ে আমদানি করা যাবে না। এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গের চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ি এলসিএস দিয়েও এই পণ্যসমূহ আনা যাবে না। যেসব পণ্য এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে সেগুলি হল, মাছ, তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস, ভোজ্য তেল এবং ভাঙা পাথর। এই পণ্যগুলির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে আমদানিতে কোনো বন্দর-নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। ডিজিএফটি জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত ভারতে সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা, আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং ঘরোয়া শিল্প সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই নেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়

শুধু শ্লীলতাহানিকে যৌন নিপীড়ন ধরা যাবে না, আসামীর সাজা কমলো

জবলপুর(মধ্যপ্রদেশ), ১৭ মে ।। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে জানিয়েছে, শুধুমাত্র শ্লীলতাহানির ঘটনাকে যৌন নিপীড়নের সমান হিসেবে গণ্য করা যায় না। এই যুক্তির ভিত্তিতে হাইকোর্ট পকসো আইনে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির ২০ বছরের কারাদণ্ড কমিয়ে ৫ বছর করেছে। বিচারপতি বিবেক অগ্রবাল এবং বিচারপতি দেবনারায়ণ মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে।

ঘটনাটি অনূপপুর জেলার, যেখানে অভিযুক্ত হরিকীর্তন শাহের বিরুদ্ধে পকসো আইনসহ বিভিন্ন ধারায় ২০ বছরের সাজা ঘোষণা করেছিল ট্রায়াল কোর্ট। তবে উচ্চ আদালতে পুনর্বিবেচনার আবেদন করে অভিযুক্ত জানান, তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হতে পারে। তার দাবি, ঘটনার আগেই তিনি থানায় একটি অভিযোগ জমা দিয়েছিলেন যে, তাকে এসসি-এসটি অ্যাক্টের আওতায় মিথ্যে ফাঁসানো হতে পারে।

সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত জানায়, ভুক্তভোগী নিজেও আদালতে স্বীকার করেছেন, তার সঙ্গে শুধু শ্লীলতাহানি হয়েছিল, যৌন শোষণ হয়নি। এমনকি মেডিকেল রিপোর্টেও যৌন নিপীড়নের কোনও প্রমাণ মেলেনি, শরীরে কোনও অভ্যন্তরীণ আঘাতের চিহ্নও ছিল না।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে হাইকোর্ট মন্তব্য করেছে, শুধুমাত্র শ্লীলতাহানির অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনের কঠোরতম ধারা প্রয়োগ করা অনুচিত। ট্রায়াল কোর্টের রেকর্ড খতিয়ে দেখে আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ অভিযুক্তের সাজা ২০ বছর থেকে কমিয়ে ৫ বছরে নামিয়ে এনেছে।

আদালত আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছে, পকসো আইনের আওতায় ''যৌন নিপীড়ন'' বলতে যা বোঝায়, তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকলে শুধুমাত্র শ্লীলতাহানির ঘটনায় কঠোর সাজা দেওয়া ন্যায্য নয়। এই রায় ভবিষ্যতের মামলাগুলিতে পকসো আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলেই মনে হচ্ছে।

রাজ্য পুলিশের নতুন ডিজিপি হচ্ছেন অনুরাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক হচ্ছেন অনুরাগ। তিনি অমিতাভ ও রঞ্জনের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হবেন। উল্লেখ্য ৩১ মে অবসরে যাচ্ছেন রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন। তাঁর জায়গায় নতুন দায়িত্বভার নিচ্ছেন ডিজিপি ইন্টেলিজেন্স আইপিএস অনুরাগ। শ্রী অনুরাগ ১৯ ৯৪ ব্যাচের আই পি এস। তিনি এর আগে রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। আজ রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসনের অবর সচিব জে দত্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছেন।

বীরচন্দ্র মনুতে বাইক ও ট্রাকের সংঘর্ষে আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ মে।। বাজার সেরে বাড়ি ফেরার পথে বাইক ও ট্রাকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে দুইজন ব্যক্তি। আজ বীরচন্দ্র মনু এলাকায় বিলোনিয়া শান্তির বাজারের যাতায়তের রাস্তার মুখে ওই দূর্ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, শনিবার মনপাথর সাপ্তাহিক বাজার সেরে বাড়ি ফেরার পথে বীরচন্দ্র মনু এলাকায় বিলোনিয়া শান্তির বাজারের যাতায়তের রাস্তার মুখে টি আর ০৮ জি ৫১৯৯ নম্বরের বাইক ও এস এস ১১ ডিসি ৬৪৮৫ নম্বরের মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটে। এতে করে বাইকে থাকা দুইব্যক্তি জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে গিয়ে গুরুতর আহত হয়। জানা যায়, বাইকটি দ্রুতগতিতে থাকার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আহতরা পতিছড়ী মুড়াসিং পাড়ার বাসিন্দা ফাল্গুন মুড়াসিং ও বিশ্বজিৎ মুড়াসিং। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহতদের সঠিক সময়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন শান্তির বাজার দমকল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বজ্রাঘাতে মৃত্যু দুটি বলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ মে।। আজ সকালে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার অন্তর্গত ঋষ্যমুখ ব্লকের গাবুর ছড়া এডিসি ভিলেজের যামিনী মজুমদার পাড়ায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল দুটি বলদের। মৃত বলদ দুটি স্থানীয় কৃষক বিমল মজুমদারের। ঘটনাটি ঘটে সকালে, যখন কৃষক বিমল মজুমদার ঘাস খাওয়ানোর জন্য বলদ দুটিকে মাঠে বেঁধে রাখেন। হঠাৎ শুরু হয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আরও তিনটি নতুন ডিগ্রি কলেজ হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ত্রিপুরায় উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণে আরো একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। এবার রাজ্যের পৃথক তিনটি জায়গায় আরো নতুন তিনটি সরকারি ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীও ডাঃ মানিক সাহা। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগকে আরও সম্প্রসারিত করার অংশ হিসেবে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বর্তমান ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ধলাই জেলার আমবাসা, গোমতী জেলার কাকড়াবন ও করবুকে তিনটি নতুন সরকারি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা হবে।

এতে সংশ্লিষ্ট এলাকার ছাত্রছাত্রীদের একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষার সুযোগ সহজতর হবে, তেমনি রাজ্যে গুনগত শিক্ষার প্রসারের কাজকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সিদ্ধান্ত উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। এতে গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

Government of Tripura
Directorate of Higher Education

Dated, Agartala the 15/5/2025

NOTIFICATION

Recognising the need for enhanced access to higher education in the State, and in alignment with the State Government's commitment to promoting quality education, it has been decided by the Education (Higher) Department, Government of Tripura, to establish a new Government Degree College at Ambassa, Dhalai District, in the current academic session i.e. 2025-26. This college aims to provide quality education in various disciplines, contributing to the socio-economic development of the region. The courses to be offered and intake capacity shall be decided by the Department from time to time based on the demand and availability of resources.

Admission to the courses will be as per the Rules and Regulation of the affiliating University, reservation of seats will be governed by the latest Reservation Acts and Rules of the State Government. The academic affairs, examination system, curriculum of the College shall be governed by the instructions of the University to which it would be affiliated to and of the Education (Higher) Department.

The Principal, teaching and non-teaching staff members would be arranged by the Department, as required. All certificates, communication, assets and liabilities, accounts and administration will be made / maintained in the name of Government Degree College, Ambassa with immediate effect.

Signed by Animesh Debbarma
Date: 15-05-2025 15:10:19

(Animesh Debbarma)
Addl. Secretary to the
Government of Tripura

আরবিআই ঘোষিত নতুন ২০ টাকার নোট শীঘ্রই বাজারে আসছে

মুম্বই, ১৭ মে ।। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া শীঘ্রই ২০ টাকার নতুন নোট বাজারে আনতে চলেছে, যা মহাত্মা গান্ধী (নতুন) সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাতে বর্তমান গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার স্বাক্ষর থাকবে। এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

আরবিআই জানিয়েছে, এই নতুন ২০ টাকার নোটগুলির ডিজাইন, রং, আকার, নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য এবং পেছনের দিকে থাকা এলোরার গুহাচিত্রের মোটিফ --- সবই বর্তমান সিরিজের ২০ টাকার নোটের সঙ্গে একেবারে মিলবে। 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া শীঘ্রই মহাত্মা গান্ধী (নতুন) সিরিজে ২০ টাকার নতুন নোট প্রকাশ করবে, যেগুলিতে গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার স্বাক্ষর থাকবে। এই নোটগুলির নকশা বর্তমানে প্রচলিত মহাত্মা গান্ধী (নতুন) সিরিজের ২০ টাকার নোটের সঙ্গে সবদিক থেকেই অভিন্ন থাকবে, 'বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

আরবিআই স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, আগের সমস্ত ২০ টাকার নোট যেগুলিতে পূর্ববর্তী গভর্নরদের স্বাক্ষর রয়েছে সেগুলি এখনও সম্পূর্ণরূপে বৈধ এবং লেনদেনযোগ্য। নতুন গভর্নরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্লাইন্ড অ্যাসো'র ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। আজ অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের দৃষ্টিহীনদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ১৮ দফা দাবি ভিত্তিতে অভয়নগরস্থিত সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাসের নিকট এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

দৃষ্টিহীনদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি নিয়ে শনিবার সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে অল ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন সাহা নেতৃত্বে এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক অগ্নিকান্ডে ঘর ও দোকান পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া / চড়িলাম, ১৭ মে।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বসতঘর। ওই ঘটনা গাছবাড়িয়া (মাইছড়া) এলাকায় বিলোনিয়া থানার অন্তর্গত হারাধন মজুমদারের বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে অগ্নিসংযোগ ঘটে। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা হবে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে গাছবাড়িয়া (মাইছড়া) এলাকায় বিলোনিয়া থানার অন্তর্গত হারাধন মজুমদারের ভয়াবহ আগুন লাগে। সাথে সাথে এলাকাবাসী এবং পরিবারের সদস্যরা দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আগুনের লেলিহান শিখায় বসত ঘরটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়। এলাকাবাসী এবং দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কিন্তু ততক্ষণে বসত ঘরটি সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

এদিকে, প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই শনিবার সাত সকালে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই দুটি দোকান। দমকলবাহিনীর মতে, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনেই পুড়ে ছাই দোকানগুলো। আজ সকালে চড়িলাম বাজারের দুটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা বাজারের ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫০ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। দোকানের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, আজ সকালে চড়িলাম বাজারের একটি দোকানে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছেন এলাকাবাসী। সাথে সাথে দোকানের মালিক অজয় কর্মকার ও অভয় কর্মকারকে খবর দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু বার বার ফোন করলেও টেলিফোন বন্ধ ফায়ার সার্ভিসের। দীর্ঘ সময় পর বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড় থানা ওসির মারফত খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জের দুটি ইঞ্জিন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন টেট পরীক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ত্রিপুরা টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) ২০২৪-২৫-এর পরীক্ষায় একাধিক অভিযোগ তুলে ৫ দফা দাবিতে আন্দোলনে নামলেন পরীক্ষার্থীরা। শনিবার সকাল থেকেই পরীক্ষার্থীরা রাজধানীর শিক্ষা ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। যদিও পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় ভবনের মূল গেট বন্ধ রাখা হয়, তবে পরে ৫ জন পরীক্ষার্থীর প্রতিনিধি দল টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরার (টিআরবিটি) চেয়ারম্যান ডঃ প্রত্যুষ রঞ্জন দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিক্ষোভরত পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, এবারের টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একাধিক ভুল ছিল। কিছু প্রশ্ন সিলেবাস বহির্ভূত ছিল, আবার অনেক প্রশ্নেই বানান ভুল ছিল, যা পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করেছে। পাশাপাশি, প্রশ্নপত্র ও আনসার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথম

গ্রাহক ঠকানোর দায়ে দুই জনের তিন বছরের কারাবাসের সাজা দিল ভোক্তা আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। ফ্ল্যাট ক্রয়ে টাকা দিয়ে প্রতারণার শিকার মহিলাকে বিচার দিল পশ্চিম জেলা ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন। টাকা আত্মসাতের দায়ে সূচনা বিল্ডার্স-র দুই অংশীদার ধীরাজ সাহা ও নিরঞ্জন পোদ্দার-কে তিন বছরের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছে কমিশন। শুধু তাই নয়, তাদের গ্রেফতারি নিশ্চিত করার জন্য পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলা ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভাপতি গৌতম সরকার ও সদস্যা ডা: বিন্দু পালের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ওই আদেশ জারি করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, সূচনা বিল্ডার্স থেকে ২৭ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ফ্ল্যাট ক্রয়ে চুক্তি করেছিলেন ছন্দা কর্মকার। সে মোতাবেক বিল্ডার্স-কে ৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। বিল্ডার্স-র পক্ষ প্রতিশ্রুতি ছিল, ২৪ মাসের মধ্যে ফ্ল্যাট তৈরি করে শ্রীমতী কর্মকারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু, বিল্ডার্স চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং সময়মতো ফ্ল্যাট তৈরি করে দেননি। ফ্ল্যাট পাওয়ার জন্য শ্রীমতী কর্মকার বহুবার সূচনা বিল্ডার্স-র কাছে গেছেন। কিন্তু, তাঁদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাননি। ফলে, চার বছর অপেক্ষা করার পর তিনি পশ্চিম জেলা ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনে সূচনা বিল্ডার্স এবং ওই বিল্ডার্স-র অংশীদার ধীরাজ সাহা ও নিরঞ্জন পোদ্দারের বিরুদ্ধে মামলা করেন। ওই মামলায় শুনানি শেষে এবং সমস্ত প্রমাণ দেখে কমিশন ২০২৪ সালের ২৭ আগস্ট সূচনা বিল্ডার্স-কে সাড়ে সাত শতাংশ সুদ সমেত ৫ লক্ষ টাকা এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে আরও ৩ লক্ষ টাকা ছন্দা কর্মকারকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ
আগরতলা, ১৮ মে,২০২৫ ইং
৩ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে অনুপ্রবেশ

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে বিদেশি অনুপ্রবেশ। প্রতিনিয়তই এই দেশে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। অনুপ্রবেশ ঠেকানো রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কোন কোন অংশ হইতে প্রচার করা হইতেছে ধর্মীয় কারণে দেশে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলিম জনগণকে দায়ী করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অভিযোগ মোটেও সত্যি নয়। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে জনসংখ্যার গ্রাফ ক্রম উর্ধমুখি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে লাগাতার হারে বাড়িয়া চলিয়াছে জনসংখ্যা। এই হার বৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাই তুলিয়ি ধরা হইয়াছে। যদিও সেই রিপোর্টকে ভুল প্রতিবেদন বলিয়ি উল্লেখ করা হইয়াছে এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধর্মের সাথে যুক্ত নয় এবং সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মোট জন্ম হার হ্রাস পাইতেছে , মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া এই তথ্য সামনে আনিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে।

পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া বলিয়াছে যে সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্টগুলি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণার ফলাফলগুলিকে ভুল ভাবে প্রচার করাটা গভীরভাবে উদ্বেগের বিষয়।” এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে থেকে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, ৬৫ বছরের সময়কালে বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাগের পরিবর্তনের উপর গবেষণার ফোকাস কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভয় বা বৈষম্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।১৯৫০ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৪ শতাংশ। যা পরবর্তীতে ২০১৫ সালে আসিয়া কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৮ শতাংশে। সেখানে এই ৬৫ বছরের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৯.৮৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪.০৯ শতাংশে ,এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের প্রতিবেদেন।একদিকে যখন হিন্দু নাগরিকের সংখ্যা কমিতেছে, অন্যদিকে তখন হু হু করিয়া বাড়িয়াছে মুসলিম। বৃদ্ধি পাইয়াছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং শিখ নাগরিকদের সংখ্যাও। যদিও জৈন এবং পারসিদের সংখ্যাও অনেকটাই কমিয়াছে এ দেশে। এই ৬৫ বছরে ভারতে সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে রিপোর্টে। মুসলিমদের সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৪৩.১৫ শতাংশ। শিখ জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৬.৫৮ শতাংশ। খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৬৭টি দেশের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা টানিয়া এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ অনুপ্রবেশ। পড়শি দেশ থেকে শরনার্থী এবং ধর্মীয় অত্যাচরের জন্য অনেক মানুষই ভারতে চলিয়া আসেন।

জালিওয়ানওয়ালা বাগ - এক মর্মান্তিক ইতিহাসের স্মারক

অমিতাভ বসু

আজ থেকে একশো ছয় বছর আগে, ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ বিচারক স্যার সিডনি রাওলাটের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি নৈরাজ্যিক ও বিপ্লবী অপরাধ আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ আইনসভা এই আইন পাস করে, যা সাধারণভাবে কমিটির সভাপতির নামানুসারে ‘রাওলাট আইন’ নামে পরিচিত। এই আইন ব্রিটিশ সরকারকে স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে জড়িত সন্দেহে যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেয় জ্জ তাছাড়া এই আইন অনুসারে স্বাধীনতার লড়াইয়ের কার্য়কলাপকে সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে এবং সেই সব কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে দুই বছর পর্যন্ত আটক রাখার অনুমতি প্রদান করে। এই আইন বিনা পরোয়ানায় পুলিশকে তল্লাশি করারও অধিকার দেয়। উপরন্তু, এই আইন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে। এক কথায়, রাওলাট আইন ব্রিটিশ সরকারকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য ভারতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও আন্দোলন দমন করার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করে।

দমনমূলক রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মহাত্মা গান্ধী এই আইনের বিরোধিতা করে দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দেন। এই আইনের প্রতিবাদে বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ মিছিল আয়োজন করা হয়। শ্রমিকরা এই প্রতিবাদে তাদের সংহতি জানাতে রেলওয়ে কারখানায় ধর্মঘট করে। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়। পাঞ্জাবের দুই জাতীয়তাবাদী নেতা, ড. সত্য পাল এবং ড. সাইফুদ্দিন কিচলু, যারা স্বাধীনতা, অহিংসা ও ধর্মীয় ঐক্যের নীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন এবং জনগণকে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার আহ্বান জানান। এই আহ্বানের ফলেই ১৯১৯ সালের ১০ এপ্রিল ব্রিটিশ সরকার তাঁদের গ্রেপ্তার করে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল, প্রায় পঁচিশ হাজার নিরস্ত্র মানুষ, যার মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা ছিল, জালিয়ানওয়ালা বাগে অত্যাচারী রাওলাট আইন এবং দুই জাতীয়তাবাদী নেতা ড. সত্য পাল ও ড. সাইফুদ্দিন কিচলুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাতে জমায়েত হন। জালিয়ানওয়ালা বাগ, অমৃতসরের হরমন্দির সাহিবের কাছে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে ছয় থেকে সাত একর জমির উপর বিস্তৃত একটি বাগান । এই বাগানটির একটি বিশাল খোলা জায়গা এবং তিন দিকে দশ ফুট উঁচু দেওয়াল ও বসতি ছিল। জালিয়ানওয়ালা বাগের শুধুমাত্র একটি প্রবেশ-প্রস্থানের পথ ছিল আর অন্য তিন দিক ঘেরা।

হঠাৎ, ব্রিটিশ সামরিক অফিসার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে জালিয়ানওয়ালা বাগে প্রবেশ করে। ডায়ার তার সৈন্যদের জালিয়ানওয়ালা বাগের একমাত্র প্রবেশ-প্রস্থান পথটি সাবধানে পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দেয় যাতে কেউ জালিয়ানওয়ালা বাগ ত্যাগ করতে না পারে। সমাগত জনতাকে ওই স্থান থেকে চলে যাওয়ার কোনো রকম সতর্কবার্তা না দিয়েই, জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ার তার সৈন্যদের গুলি চালানোর নির্দেশ দেয় জ্জ প্রায় দশ মিনিট ধরে গুলি নিক্ষেপ চলে এবং যতক্ষণ না গোলাবারুদ শেষ হয় ততক্ষণ চলতে থাকে। ব্রিগেডিয়ার ডায়ার তার সৈন্যদের জালিয়ানওয়ালা বাগের সুরক্ষিত বহির্গমনের সামনে ভিড়ের সবচেয়ে ঘন অংশে গুলি চালানোর নির্দেশ দেন, যেখান দিয়ে উদ্বিগ্ন মানুষজন বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এই গুলিবর্ষণ এবং তার ফলস্বরূপ পদদলিত হওয়ার কারণে কয়েক হাজার মানুষ মারা যান এবং আরও অনেকে আহত হন। এই বর্বর ঘটনা নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এতটাই মর্মাহত করেছিল যে তিনি তার নাইটহুড ত্যাগ করেন এবং আরও অনেক দেশপ্রেমিক ভারতীয় তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানান। জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড উধম সিং, ভগত সিং-এর মতো অসংখ্য অমর বিপ্লবীকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে অনুপ্রাণিত করে। জালিয়ানওয়ালা বাগে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারী মানুষের উপর ব্রিটিশদের অমানবিক দমন-পীড়ন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়ল এবং এটি মহাত্মা গান্ধীর ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করে। অনেক সাধারণ নাগরিক, যারা প্রাথমিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তারাও ভারতীয় মাটি থেকে ব্রিটিশ অত্যাচারীদের উৎখাত করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনা ঔপনিবেশিকতা ও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের অন্ধকার দিক ও বিপদ এবং অন্যান্য জাতির সার্বভৌমত্ব ও স্বায়ত্তশাসনকে সম্মান করার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ঘটনা মৌলিক মানবাধিকার বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানবিক থেকে নরখাদক অথৈ কারাগার সমাচার

সুবীর পাল

সংশোধনাগারের আরও একটি বাংলা তর্জমা রয়েছে। যাকে বলে কারাগার। ইংরেজিতে বলে “জেল”। তবে আমাদের বাংলায় প্রচলিত কথার একেবারে অন্দরমহলে ইংরেজি ভাষার এই জেল শব্দটি কিন্তু বহু যুগ ধরে রই পাকাপাকি আসন করে নিয়ে ফেলেছে। ফলে অতি বড় নিরক্ষর বাঙালিও ব্যবহারিক দের মাতৃভাষার প্রয়োগের প্রয়োজনে জেল বাদ শব্দকে অনায়াসেই আত্মস্থ করে নিয়েছে একেবারে স্বাভাবিক ছন্দে। আক্ষরিক অর্থেই সংশোধনাগার বলতে যেখানে সামাজিক ভাবে চিহ্নিত অপরাধীদের রাখা হয় কারাবন্দী করে। তবে আসামীদের চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে থাকে সাধারণ ভাবে কোনও রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত আদালতের তদারকিতে। সংশোধনাগারের মূল লক্ষ্য হলো, অপরাধীদের বন্দি করে নাই কারাগারে তাঁদের চরিত্রগত, মানসিকগত ও শরীরগত দিক থেকে পরিশুদ্ধ আত্ম আচরণের এবং মানবিক আত্ম সংযমের সুযোগ সৃষ্টি করতে সাহায্য করা। যাতে বিচার শেষে বন্দিদশার অবসানে তাঁরা যাতে সুসভ্য সমাজের উপযুক্ত বাসিন্দা হয়ে উঠতে না পারে খুব সহজেই। ফলে এই সমস্ত পরিকল্পিত ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রতি সংশোধনাগারে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে টার ধারাবাহিক কঠোর অনুশাসনের ব্যবস্থা তো ময় থাকেই। একইসঙ্গে দৈনন্দিন বন্দি জীবনের হার মধ্যে সময়ানুবর্তিতার সঙ্গে কর্ম সংযোগের ব্লাক সংস্থানও রাখা হয়। আসামীদের মানসিক জলা গঠনে ইতিবাচক অনুসঙ্গ ঘটাতে মেডিটেশন প্রায় থেকে নানান সাংস্কৃতিক ও বিনোদনের উপযোগী পরিবেশও নিয়মিত সৃষ্টি করা হয়ে থাকে বিভিন্ন সংশোধনাগারে। তীয় তবু এই বিশ্ব যে সবসময়ের জন্য এই মনুষ্য জীবনক্ষেত্রে অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি। তাই ব্যতিক্রমের এই বিশ্ব গালিচায় রয়ে গেছে কত যে অভিনব অস্তিত্বগত তথ্যমালা, তার যথার্থ হিসাব আমরা কতজনই বা সঠিক পরিসংখ্যান বগলদাবা করে রাখতে পারি! পৃথিবীর এই অবাক সরাইখানায় অন্যান্য নানা চর্চিত বিষয়ের মতো স্বাভাবিকভাবেই থেকে গেছে অদ্ভুত সব সংশোধনাগারের রকমারি উদ্ভাবন। আমাদের ভাবনার জগতে তা কখনও হয়ে উঠেছে অপরূপ সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এক স্বপ্নময় আধুনিক জীবন যাপনের বিলাসবহুল পরিকাঠামো, আবার সেই সংশোধনাগার কোনও প্রান্তের সাক্ষী হয়ে উঠেছে নরখাদকের আস্তানার। আসলে এই পৃথিবীর চেহারাটাই এমন বৈচিত্র্য ঘেরা। যেখানে কারাগার কোথাও অভিজাত হোটেলের আদলে আরামদায়ক দিনগত পাপক্ষয় করার নিবাস খুঁজে পাওয়া। আবার পাল্টা পরিভাষায় এই পৃথিবী কলঙ্কিতও কই হয়েছে কারাগারের পৈশাচিক অভিধানে। এমনও সংশোধনাগারের হদিশ মেলে এই ধরণীতে যার কারাকক্ষের তুলনা বিশ্বের জঘন্য চিড়িয়াখানাকে অনায়াসে লজ্জায় ফেলে দেয় অমানুষিক নির্মমতার লাগাতার প্রবাহে। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দরতম সংশোধনাগারে কথা আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই করে প্রথম যে নামটি অন্তরের দরজায় অবধারিত ভাবে টোকা মারে সেটি হলো “বাস্তয় কারাগার। এটি নরওয়ের একটি জেল। যা বাস্তয় দ্বীপে অবস্থিত। দ্বীপটি নির্জন হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। শুনলে অবাক অবশ্যই হতে হয়, এই কারাগারের কোথাও কোনও দেওয়াল বা প্রাচীর নেই। এমনকি এখানকার আবাসিক আসামীরা এই জেল থেকে পালানোর চেষ্টা পর্যন্ত করে না। এটি একটি নিম্ন নিরাপত্তা কারাগার। যেখানে শতাধিক বন্দি থাকতে পারে পরিকাঠামোগত পরিবেশের কারণে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর সুযোগ প্রাপ্ত এই কারাগারে প্রতিটি বন্দির জন্য নির্ধারিত রয়েছে পৃথক পৃথক কক্ষ। বরং কক্ষ না বলে আবাসস্থল বলাই ভালো। কি নেই সেই সব আবাসস্থলে। এ যেন বিলাসবহুল হোটেল রুমের মতো অনুকরণীয় অনেকটা। শয়নকক্ষ থেকে শুরু করে ড্রইংরুমে, রান্নাঘয়, শৌচালয়, টিভি, গিজার, এসি, ফ্রিজ, সোফাসেট, রিডিং টেবিল, আলমারি, সংবাদপত্র, পড়াশোনার জন্য কম্প্যুটার, ছোট মাপের সংগৃহীত বইয়ের যাক প্রভৃতি সবকিছুর সম্ভার থাকে এখানকার প্রতিটি আবাসে। বন্দিরা এই কারাগারে একত্রে থাকলেও বসবাস করেন নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করা আবাসে। যেখানে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা বর্তমান। যদিও তাঁদের জন্য সার্বজনীন রান্না ও খাওয়ার পরিষেবাও দেওয়া হয় কারাগার কর্তৃপক্ষের তরফে। আর যদি বন্দিরা নিজের জন্য নিজেই রান্না করে থাকলে সেই কারণে তাঁরা ভাতাও পেয়ে থাকেন।

বাস্তয় কারাগারে বন্দি আসামীদের জন্য আয় সংস্থানেও বন্দোবস্ত রয়েছে। শক্তি ও খাদ্যশস্য উৎপাদন, সাইকেল মেরামতি, ঘোড়াশালের দেখাশোনা, কারাগার পরিচ্ছন্ন করার মতো কাজে যুক্ত হতে হয় এখানকার আবাসিকদের। পরিবর্তে তাঁরা পেয়ে থাকেন তাঁদের শ্রম অনুযায়ী উপার্জিত অর্থ। এছাড়া জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি একাধিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয় এখানকার বন্দিদের। এই সংশোধনাগারে বর্তমানে ১১৫ জন বিচারাধীন আসামী রয়েছেন। আর কারাকর্মী আছেন ৬১ জন। শুনতে অবাক লাগে রাতের বেলায় এখানে কর্মরত অবস্থায় থাকেন মাত্র পাঁচ জন কারা কর্মচারী থাকেন। অবসর সময়ে আসামীরা এখানে মাছ ধরতে পারেন, বই পড়তে পারেন, ঘোড়ায় চরতে পারেন, গিজায় যেতে পারেন, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে যেতে পারেন, টেনিস খেলতে পারেন, এমনকি চুটিয়ে প্রেম ও স্বেচ্ছার যৌনমিলনেও লিপ্ত হতে পারেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো এখানে কর্মরত কারাকর্মীরা বেশিরভাগই সমাজসেবী হিসেবে সমাজে পরিচিত। আরও অবাক হওয়ার মতো ফিরিস্তি রয়েছে এখানে। এই জেলটির আয়তন এক বর্গমাইল পরিধিতে আবদ্ধ। এর এক প্রান্তে রয়েছে একটি কলোনি। রয়েছে বাজার। থেকেছে প্রাথমিক স্কুলও। বন্দিদের পরিবারের সদস্য সদস্যারা মনে করলে স্বেচ্ছায় এই কলোনি এসে বসবাস করতেই পারেন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজার থেকে কেনাকাটা করা এবং পরিবারের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর মতো পরিষেবা এখানে পেয়ে থাকেন বন্দিদের পারিবারিক পরিজনেরা। ফলে সংসার ধর্ম পালন করা থেকে বিলাসবহুল জীবনযাপন সহ কর্ম সংস্থানের মতো যাবতীয় সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে থাকেন এখানকার আবাসিক বন্দিরা। বিশ্বখ্যাত সংবাদপত্রটির নাম “দ্য গার্ডিয়ান। নরওয়ের এই সংশোধনাগারে স্থিত বন্দিদের বক্তব্য সম্পর্কে পত্রিকার প্রতিক্রিয়া হলো, এটা যেন একটি গ্রাম। একটি বন্দি সম্প্রদায় এখানে বসবাস করছে। প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। কিন্তু আমাদের অবসর সময় আছে যাতে আমরা কিছু মাছ ধরতে পারি অথবা গ্রীষ্মে আমরা সৈকত থেকে সাঁতার কাটতে পারি। আমরা জানি আমরা বন্দি। কিন্তু এখানে আমরা নিজেদের সুন্দর স্বাভাবিক মানুষের মতো অনুভব করি।” কারাগার সম্পর্কে আরও একটা মজার তথ্য হলো পৃথিবীতে বেশকিছু কারাগার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কয়েদির অভাবে। ভাবা যায়? আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে যেখানে দিনের পর দিন আসামীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যেখানে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর সরকার অহরহ বিচলিত হয়ে পড়ে এই ভেবে যে সংশোধনাগারের পরিকাঠামো আরও কোনও উপায়ে আড়ে বহরে বৃদ্ধি ঘটানো যায়। অথচ সুইডেন, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, লিস্টেনস্টাইন, নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে বছরের পর বছর ধরে একটার পর একটা কারাগারের ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে আসামীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সুইডেনে ২০০৫ সালে কারাদণ্ড প্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। এখন তার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিন হাজারে। ফলে অনেকগুলো জেল বন্ধ করে দেয় সুইডিশ কারা বিভাগ। ওই একই কারণে নেদারল্যান্ডে ২০১৩ সালে তেরোটি জেলকে হিমঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ২০১৭ সালে অতিরিক্ত পাঁচটি কারাগারের ফটকে চিরকালের জন্য তালা ঝোলানো হয়। হতবাক হতে হয় চৌত্রিশ হাজার নাগরিকের দেশ লিস্টেনস্টাইনের তথ্য সামনে এলে। বর্তমানে সেই দেশে কারাগারের সংখ্যাটি হলো কুড়ি। আর সেখানে সাম্প্রতিক জেল সাজাপ্রাপ্ত কয়েদির সংখ্যা কত হতে পারে। বিস্ময়কর হলেও সেখানে এখন আসামীর সংখ্যা হলো মাত্র উনিশ। অর্থাৎ ওই দেশে উনিশজন অপরাধীর জন্য বরাদ্দ রয়েছে কুড়িটি সংশোধনাগার। পৃথিবীতে যদি বাস্তয় কারাগার থাকতে পারে তবে বিপরীতে অবশ্যই শিকড় গেড়ে বসে থাকবে “গীতামারা সংশোধনাগার”। কারণ আলোর উদারতার বিপক্ষেতেই তো অন্ধকারের প্রবল রাজত্ব। বিশ্ব যদি বাস্তযের সুখ্যাতিতে মশগুল হতে পারে, তবে তো গীতামারার কুখ্যাতিতেও শিউড়ে ওঠবে প্রত্যাশিত অনুকরণে। এই সংশোধনাগারে আসামীদের সংশোধন করার প্রয়াস তো দূর অস্ত, এখানে কয়েদিদের নরখাদকে রূপান্তরিত করা হয়ে থাকে একেবারে নিজস্ব অমানবিক ঘরানায়। এ হেন কারাগারের ভেতরে জায়গা রয়েছে পাঁচশো থেকে ছয়শো জন থাকার। অথচ সেই জায়গায় রাখা হয় ছয় হাজার থেকে সাত হাজার বন্দিকে। সুতারাং একে কারাবাস উল্লেখ না করে নরকবাস উল্লেখ করাই শ্রেয়। এটাকে বলা যায় দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম কারাবাস। পূর্ব আফ্রিকার অন্তর্গত দেশ রুয়ান্ডা। সেখানেই রয়েছে মনুষ্যত্বের অভিশাপ এই গীতারামা কারাগার। এখানকার জেলে বন্দিরা একে অপরকে খুন করে। তারপর মৃত ব্যক্তির মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে অন্যেরা। এমনই চাঞ্চল্যকর খবর একদা প্রকাশিত হয়েছিল আফ্রিকার এক দৈনিকে। সেই কুখ্যাত গীতারামা জেলে শোয়া বসা তো দূরে থাক, ঠিকমত দাঁড়ানোর জায়গাও থাকে না সেই জেলের সেলে থাকা কারাবাসীদের। খাওয়ার দেওয়া হয় মেরেকেটে একশো জনের জন্য, তাও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দুইবার। গায়ের জোরে সেইসব খাবার কেড়ে খেয়ে নেয় পঞ্চাশ ষাট জন বন্দি। অভুক্তই থেকে যান বাকিরা। প্রচন্ড খিদেতে এরপর শুরু হয় একে অপরকে খুন করার পালা। খুন করার একমাত্র লক্ষ্য হলো সহ-বন্দিদের মাংস খেয়ে খিদের জ্বালা মেটানো। এভাবে সারাদিনে অন্তত সাত জন বন্দি মারা যেত। খুন করে মাংস খেয়ে চিতকার করতে থাকে বন্দিরা। দুর্বল হয়ে পড়লেই পরদিন সহ-বন্দিরা তাঁকেও মেরে ফেলে। এই খবর সামনে আসার পরই নড়চড়ে বসে বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন। ক্রমেই বিশ্ববাসীর কাছে গীতামারা কারাগার হয়ে ওঠে নরহত্যার এক জৈবিক কারখানায়। যার মুখোশ হলো প্রতিশ্রুত সংশোধনের আর মুখ হলো পৈশাচিক নরখাদককের।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দুর্ভিক্ষের “গুরুতর ঝুঁকিতে” গাজার ২১ লাখ বাসিন্দা

বিশেষ প্রতিবেদন।। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় বসবাসরত প্রায় ২১ লাখ ফিলিস্তিনি মানুষ দুর্ভিক্ষের “গুরুতর ঝুঁকিতে” রয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ-সমর্থিত খাদ্য নিরাপত্তা মূল্যায়ন বিষয়ক সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি)। ইসরায়েলের অব্যাহত অবরোধের মুখে ত্রাণ ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা ঢুকতে না পারার কারণে সেখানকার বাসিন্দারা “চরম খাদ্য সংকটের” মুখোমুখি হচ্ছেন বলেও এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংস্থাটি।

ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন বা আইপিসি মূলত জাতিসংঘ, দাতা সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের সরকারের সমন্বয়ে পরিচালিত একটি সংস্থা, যাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মহল একটি এলাকায় দুর্ভিক্ষ হতে যাচ্ছে কি-না, সেটির প্রাথমিক মূল্যায়ন করে থাকে। সোমবার প্রকাশিত আইপিসির সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের অক্টোবরে পর থেকেই গাজার খাদ্য পরিস্থিতিতে ‘বড় ধরনের অবনতি’ ঘটেছে। বর্তমানে সেখানে দুর্ভিক্ষ শুরু না হলেও পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, ইসরায়েল এবং হামাসের দুই মাসের যুদ্ধবিরতিতে গাজায় “সাময়িক স্বস্তি” ফিরেছে। কিন্তু দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে নতুন করে যে বৈরিতা দেখা যাচ্ছে, সেটি গাজাবাসীকে পুনরায় উদ্বিগ্ন করে তুলছে। বিশেষ করে, গত মার্চের শুরু থেকে মানবিক সহায়তা প্রবেশে ইসরায়েলের অব্যাহত বাধা পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলেছে। প্রতিবেদনে এটাও বলা হয়েছে, বর্তমানে গাজার প্রায় দুই লাখ ৪৪ হাজার মানুষ “তীব্র” খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখিন হচ্ছেন। এ অবস্থায় দুর্ভিক্ষের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি রোধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে আইপিসি। গত মার্চ মাসের মধ্যভাগ থেকে গাজায় আবারও অভিযান শুরু করে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। এরপর গত দুই মাস ধরে সেখানে খাদ্য, ওষুধ সহ জরুরি ত্রাণ সহায়তা প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। ইসরায়েল বলছে, ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের হাতে এখনো যেসব নাগরিক জিম্মি রয়েছে, তাদেরকে মুক্ত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই তারা এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

যদিও জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহল ইসরায়েলের এই অব্যাহত অবরোধের বিরোধিতা করে নিন্দা জানিয়েছে। জাতিসংঘ বলেছে, গাজা সীমান্ত তারা ইতিমধ্যেই মানবিক সহায়তা সামগ্রী প্রস্তুত রেখেছে। ইসরায়েল বাধা না দিলেই সেগুলো দ্রুত ঢুকে যেতে পারবে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানাচ্ছে ত্রাণ সহায়তার ওপর ইসরায়েলের অব্যাহত এই অবরোধ এবং গাজাবাসীকে “অনাহারে রাখার নীতি” যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। আইপিসি প্রকাশিত সবশেষ মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে, গাজার প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ অনাহারের মুখোমুখি হচ্ছে। ২০২৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১১ মাসে সেখানকার পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ৭১ হাজার শিশু তীব্র অপুষ্টিতে ভুগতে পারে বলে আশঙ্কা করছে জাতিসংঘ-সমর্থিত খাদ্য নিরাপত্তা মূল্যায়ন বিষয়ক সংস্থাটি। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, খাদ্যাভাবের কারণে গাজার অনেক পরিবার বিভিন্ন ধরনের ‘চরম পদক্ষেপও’ নিচ্ছে। কেউ কেউ ভিক্ষা করা শুরু করেছে, অনেকে ময়লা-আবর্জনা কুড়িয়ে সেগুলো বিক্রি করে খাবার সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে। “ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন” (আইপিসি) জানায়, অক্টোবরের তুলনায় পরিস্থিতির এই অবনতি বিশ্বব্যাপী সংঘাতে ঘেরা অন্যতম ভয়াবহ মানবিক সংকটের প্রতিফলন। এর বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে ১.৯৫ মিলিয়ন (১৯ লাখ ৫০ হাজার) মানুষ, অথবা গাজার জনসংখ্যার ৯৩ শতাংশ, তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার উচ্চ স্তরের মধ্য দিয়ে বাস করছে, যার মধ্যে দুই লাখ ৪৪ হাজার জন “বিপর্যয়কর” স্তরের সম্মুখীন হচ্ছে। ইনস্টাগ্রামে বিবিসি বাংলা ফলো করতে ক্লিক/ট্যাপ করুন এখানে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা অবশ্য গাজায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার বিষয়টি

মানতে নারাজ। তারা দাবি করেছে, যুদ্ধবিরতির সময় সেখানে “যথেষ্ট পরিমাণে” ত্রাণ সামগ্রী প্রবেশ করেছে। এদিকে, হামাসের একটি সূত্র জানিয়েছে- গাজায় খাবার, ওষুধসহ অন্যান্য মানবিক সহায়তা যেন ঢুকতে দেওয়া হয় সেজন্য তারা ইসরায়েলের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। সোমবার এডান আলেক্সান্ডার নামে আমেরিকান-ইসরায়েলি নাগরিক একজন জিম্মিকে মুক্তিও দিয়েছে গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। তাকে গাজায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থা রেড ক্রসের হাতে তুলে দেয় তারা। প্রায় ৫৮০ দিন হামাসের হাতে জিম্মি থাকার পর নিজ পরিবারের কাছে ফিরে গেছেন মি. আলেক্সান্ডার। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু’র কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, তারা এখন পর্যন্ত কোনো যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি দেয়নি। মি. আলেকজান্ডারের মুক্তির পরিবর্তে তারা কেবল একটি “নিরাপদ করিডোর” দেওয়া কথা ভাবছে বলেও জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার মধ্যপ্রাচ্যে সফরে গেছেন। মি. ট্রাম্পের এই সফরকালে কোনো চুক্তিতে না পৌঁছালে হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ আরও বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের কর্মকর্তারা বলেছেন, তাদের বর্ধিত আক্রমণ পরিকল্পনার মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য গাজার সব এলাকা দখল করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া গাজাবাসীকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করে দক্ষিণে পাঠানোর পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ত্রাণ বিতরণের দায়িত্ব নিয়ে নেবে ইসরায়েল। যদিও জাতিসংঘ সহ অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থা ইসরায়েলের এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে। তারা বলছে যে, এটি বাস্তবায়ন হলে মানবিক সহায়তা সামগ্রীকে “অস্ত্র” হিসেবে ব্যবহার করতে পারে ইসরায়েল। ২০২৩ সালের সাতই অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের হামলায় প্রায় ১২০০ মানুষ নিহত হয়। এছাড়া ২৫০ জনেরও বেশি মানুষকে জিম্মি করে গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। গত দেড় বছরে জিম্মি ইসরায়েলি নাগরিকদের অনেকেই মুক্তি পেয়েছেন। তবে এখনো প্রায় ৫৯ জন জিম্মি হামাসের হাতে জিম্মি রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে ২৪ জনের মতো জীবিত রয়েছেন। গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেবে, সাতই অক্টোবরের ঘটনার পর ইসরায়েল যে সামরিক অভিযান শুরু করেছে, তাতে গাজার অন্তত ৫২ হাজার ৮৬২ জন বাসিন্দা নিহত হয়েছে।

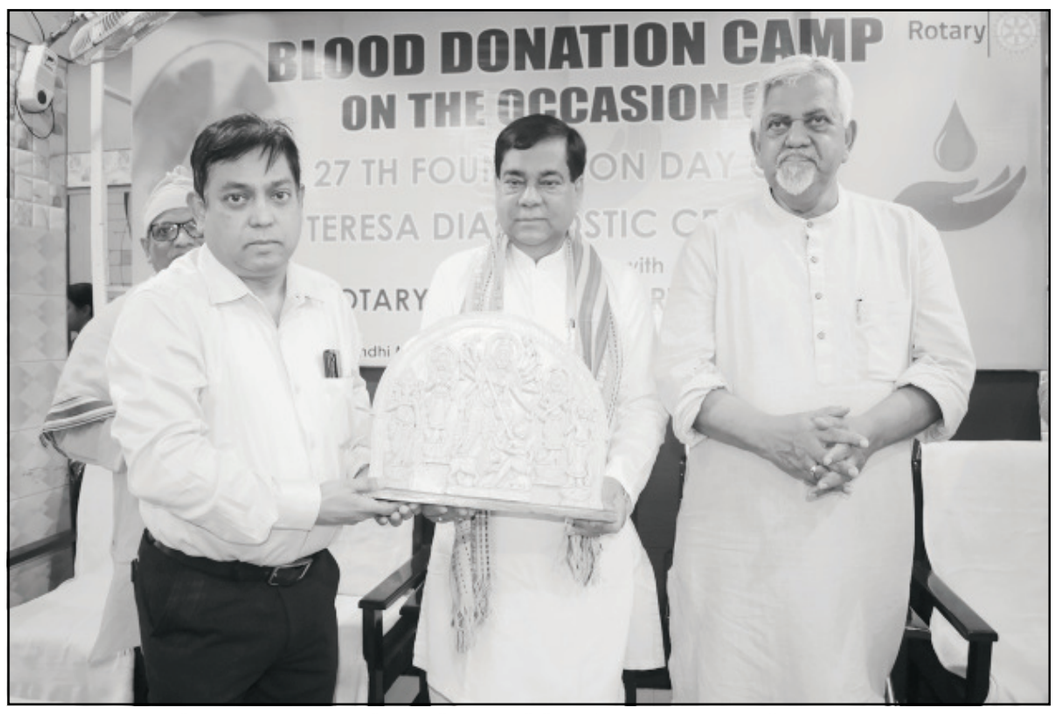

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত একটি রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বার্তা নিয়ে বিশ্ব সফরে যাচ্ছে ভারতের সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল, নেতৃত্বে শশী থারুর

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: 'অপারেশন সিন্দুর'-এর প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বার্তা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেবেন কংগ্রেস সাংসদ এবং প্রাক্তন কূটনীতিক শশী থারুর।

কেন্দ্রীয় সংসদীয় কার্যমন্ত্রী কিরেন রিজিজু শনিবার এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ লিখেছেন, "যখন মুহূর্তটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ভারত তখন ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ায়।" তিনি জানান, সাতটি প্রতিনিধিদল শীঘ্রই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশসহ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অংশীদার দেশগুলো সফর করবে।

প্রধান উদ্দেশ্যসন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জিরো টলারেন্স নীতি এবং জাতীয় ঐক্যের বার্তা আন্তর্জাতিক মহলের সামনে উপস্থাপন করা।

শশী থারুর এক্স-এ লিখেছেন, "জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে যদি আমার প্রয়োজন হয়, আমি সব সময় পাশে থাকব। সরকারের এই দায়িত্ব পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি।"

প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত নেতারা হলেন: শশী থারুর (কংগ্রেস), কনিমোঝি করুণানিধি (ডিএমকে), সুপ্রিয়া সুলে (এনসিপি - শরদ পওয়ার গোষ্ঠী), রবিশঙ্কর প্রসাদ (বিজেপি), বৈজয়ন্ত পাণ্ডা (বিজেপি), সঞ্জয় কুমার ঝা (জেডিইউ), শ্রীকান্ত শিন্ডে (শিবসেনা - এনডিএ)।

প্রতিনিধিদলে আরও যারা থাকতে পারেন: নিশিকান্ত দুবে, বানসুরি স্বরাজ, অনুরাগ ঠাকুর, এমজে আকবর, সামিক ভট্টাচার্য, পুরানদেশ্বরী, এসএস আহলুওয়ালিয়া (বিজেপি), আসাদুদ্দিন ওয়াইসি (ঙ্ক্ষজ্জপঞ্জজপ্ত), সলমন খুরশিদ, মনীশ তেওয়ারি (কংগ্রেস), গুলাম নবী আজাদ (ডিপিএপি), প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী (শিবসেনা ডক্ষ্ণ), সস্মিত পাত্র (বিজু জনতা দল), বিক্রমজিৎ সাওনেহি (আপ), জন ব্রিটাস (সিপিআইএম), কৃষ্ণ দেবরায়ালু লাভু ও গন্তি হরিশ মধুর (টিডিপি)।

এই প্রতিনিধিদলগুলি ২৩ মে থেকে ১০ দিনের জন্য বিভিন্ন দেশ সফরে যাবে।

২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাম-এ সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত ৭ মে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (ঞ্চদ্রজ্ঞ) নয়টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী লস্কর-ই-তৈয়বা, জইশ-ই-মোহাম্মদ ও হিজবুল মুজাহিদিন-এর বহু ঘাঁটি ধ্বংস করে এবং ১০০-র বেশি সন্ত্রাসবাদীকে হত্যা করে।

ভারতের এই হামলার জবাবে পাকিস্তান ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হানার চেষ্টা করে, তবে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তা প্রতিহত করে। পরে ভারত নির্বাচিত সামরিক টার্গেটে পাল্টা হামলা চালায়। উভয় দেশের মধ্যে ১০ মে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার অবসান ঘটে।

বাংলাদেশে এই বছর জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে বিএনপির আন্দোলনের প্রস্তুতি

ঢাকা, ১৭ মে : বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) শনিবার উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে, তাদের ঘোষিত ডিসেম্বরের নির্বাচনী সময়সীমা নিরবেই পেরিয়ে যেতে পারে, কারণ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এখনও পর্যন্ত নির্বাচন আয়োজনের কোনও লক্ষণ দেখাচ্ছে না।

দলটির সিনিয়র নেতারা জানিয়েছেন, ইউনূস সরকারের নয় মাস পেরিয়ে গেলেও দেশে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কোনও আলোচনা বা প্রস্তুতির ইঙ্গিত দেখা যায়নি। এর পাশাপাশি রাখাইন রাজ্যে মানবিক করিডোর চালু করা, বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার মতো নানা বিতর্কিত পদক্ষেপ সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

বিএনপির নেতারা আরও জানিয়েছেন, দলের নিচু স্তরের নেতাকর্মীরা এখন সরকারকে চাপে ফেলতে রাজপথে নামার জন্য জোরালো চাপ দিচ্ছে। তাদের দাবি, অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্বাচন রোডম্যাপ ঘোষণা করে ২০২৫ সালের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক বিএএনপি নেতা স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এবং জামায়াতে ইসলামী-র মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি এবং অপ্রয়োজনীয় রাজপথের আন্দোলন ভবিষ্যতে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।"

বিএনপির দাবি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে দলটির নিবন্ধন স্থগিত করাও একটি বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশ, যার পেছনে দেশি-বিদেশি শক্তির ইন্ধন থাকতে পারে। এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য অন্তর্বর্তী সরকারের শাসন দীর্ঘায়িত করা।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এক সদস্য বলেন, "নতুন নতুন ইস্যু সামনে আনা হচ্ছে, সংস্কারের নামে সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে, এবং পুরো পরিস্থিতিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখা হচ্ছেসবটাই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অংশ।" তিনি আরও বলেন, "২৮ মে ঢাকায় আমাদের যুব সমাবেশ হবে। সেখানে বিশাল জমায়েতের মাধ্যমে সরকারকে শক্ত বার্তা দেওয়া হবেনির্বাচন বিলম্বিত করলে তা মেনে নেওয়া হবে না।"

সপ্তাহের শুরুতে বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতা মির্জা আব্বাস অভিযোগ করেন, "বিদেশি নানা সন্দেহজনক ব্যক্তি বাংলাদেশে ঢুকছে এবং অন্তর্বর্তী সরকার দেশের মানুষের চেয়ে বাইরের শক্তির স্বার্থ রক্ষা করছে।" সম্প্রতি, বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া লন্ডনে চার মাস চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেছেন। বিএনপির মতে, তার এই প্রত্যাবর্তন ইউনূস সরকারের উপর রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধির কৌশলের অংশ।

গত মাসে মির্জা আব্বাস আরও অভিযোগ করেন, "ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টা চলছে। কেউ কেউ প্রকাশ্যেই বলছে ইউনূসকে পাঁচ বছর ক্ষমতায় রাখা হবে। কিন্তু যারা এই চক্রান্ত করছে, তারা কেবল ইউনূসের ভাবমূর্তিই নয়, দেশকেও মারাত্মক ক্ষতির মুখে ফেলবে।"

বিগত কয়েক মাস ধরেই বিএনপি নেতারা নির্বাচন ডিসেম্বরেই হওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে আসছেন এবং এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। ২০২৪ সালের আগস্টে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারকে সরানোর সময় যে রাজনৈতিক ঐক্য দেশজুড়ে দেখা গিয়েছিল, তা এখন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

অনলাইন সাট্টা চক্রে কাটনির যোগ, মুম্বই থেকে ছয়জন গ্রেফতার, মোবাইল, ল্যাপটপসহ লক্ষাধিক টাকার হিসাবপত্র বাজেয়াপ্ত

কাটনি(মধ্যপ্রদেশ), ১৭ মে : মধ্যপ্রদেশের কাটনি পুলিশ অনলাইন ক্রিকেট সাট্টা চালানো এক আন্তঃরাজ্য চক্রের সদস্যদের জালে তুলতে পেরেছে। এই চক্রের পাঁচ সদস্যকে মুম্বই থেকে এবং একজনকে কাটনি থেকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে ৫টি মোবাইল, ১টি ট্যাব, ১টি ল্যাপটপ, ৭টি ব্যাংক পাসবুক, ৩টি এটিএম কার্ড এবং ২টি রেজিস্টারে লেখা লক্ষাধিক টাকার হিসাব জব্দ করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কাটনি জেলার কিছু ব্যক্তি দেশ-বিদেশে বসে অনলাইনে অবৈধ ক্রিকেট সাট্টার সঙ্গে যুক্ত। কয়েকদিন আগে মাধবনগর থানা এলাকায় ৭ জন অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছিল। এবার এই চক্রের আরও ৬ জন সদস্য ধরা পড়েছে, যার মধ্যে ৫ জনকে মুম্বই থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত ১১ মে, যখন কাটনি বাসস্ট্যান্ডে পুলিশ ভারত মুলচাঁদানি নামের এক ব্যক্তিকে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা মহিলা দলের ম্যাচ চলাকালীন হান্টেরেক্স অ্যাপের মাধ্যমে সাট্টা খেলতে গিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

জিজ্ঞাসাবাদে ভারত জানায়, মুম্বইয়ে বসে থাকা ভগবান ওরফে হরীশ পৃথ্যানি নামের এক ব্যক্তি তাকে সাট্টা খেলার আইডি সরবরাহ করেছিল। এরপর পুলিশ সুপার অভিজিৎ রঞ্জনের নির্দেশে কোতয়ালি থানা, সাইবার সেল এবং আরও পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ দল গঠন করে মুম্বই পাঠানো হয়। মুম্বইয়ের রাবোড়ি এলাকার একটি অভিজাত আবাসনে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতরা হলেন হরীশ পৃথ্যানি (ভগবান), লাকি ওয়াধওয়ানি, মনীষ সাহু, প্রিয়াংশু জয়সওয়াল এবং রবি ওয়াধওয়ানি। এদের মধ্যে ৩ জন কাটনির, ১ জন শাহডোল এবং ১ জন নার্সিংহপুর জেলার বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, ধৃতদের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকারও বেশি টাকার আর্থিক লেনদেনের তথ্য সহ বহু প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাট্টা অ্যাক্ট ধারা ৪-ক এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯ বি.এন.এস-এর অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তাদের জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই অভিযানে মধ্যপ্রদেশ পুলিশের সাইবার দক্ষতা এবং আন্তঃ রাজ্য সমন্বয়ের কার্যকারিতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

অল-পার্টি বিদেশ সফর: গৌরব গগৈয়ের মনোনয়নে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি, 'জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বাদ দেওয়ার' আর্জি

গুয়াহাটি/নয়াদিল্লি, ১৭ মে: সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গঠিত অল-পার্টি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে আসামের কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈয়ের মনোনয়নে তীব্র আপত্তি তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এক্স-এ এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, "তালিকাভুক্ত এক সাংসদ, যিনি আসাম থেকে নির্বাচিত, তিনি পাকিস্তানে দুই সপ্তাহের একটি দীর্ঘ সফর করেছেন বলে খবর রয়েছে এবং তিনি এখনও তা অস্বীকার করেননি।"

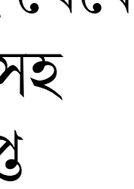

তিনি আরও লেখেন, "বিশ্বস্ত তথ্য অনুযায়ী, ওই সাংসদের স্ত্রী ভারতে কাজ করার সময় পাকিস্তান-ভিত্তিক একটি এনজিও থেকে বেতন পেতেন।"

মুখ্যমন্ত্রী শর্মা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে সরাসরি অনুরোধ করে বলেন, "জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এবং দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে, আমি অনুরোধ করছি এই ব্যক্তিকে এই সংবেদনশীল ও কৌশলগত দলে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকুন।"

এই মন্তব্য আসে একদিন পর, যখন কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ জানান যে চারজন কংগ্রেস সাংসদকে এই প্রতিনিধি দলে পাঠানো হবে, যাঁরা হলেনপ্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আনন্দ শর্মা, কংগ্রেস লোকসভার উপনেতা গৌরব গগৈ, রাজ্যসভার সাংসদ সৈয়দ নাসির হুসেন, লোকসভার সাংসদ অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং (রজা ব্রার)। জয়রাম রমেশ জানান, "গতকাল সকালে সংসদীয় কার্য মন্ত্রী কিরেন রিজিজু কংগ্রেস সভাপতি ও লোকসভার বিরোধী দলনেতার সঙ্গে কথা বলেন এবং ৪ জন সাংসদের নাম চাওয়া হয়।"

সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে, সাতটি অল-পার্টি প্রতিনিধি দল মে মাসের শেষ দিকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেশগুলিতেবিশেষত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলিতেপরিদর্শনে যাবে। উদ্দেশ্য, পাকিস্তান থেকে উৎসারিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের 'শূন্য সহনশীলতা'র বার্তা তুলে ধরা, যা পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলা ও তার জবাবে 'অপারেশন সিন্ধুর'-এর প্রেক্ষিতে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।এখনও পর্যন্ত গৌরব গগৈ বা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগগুলির কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ ব্যক্তির নাম শ্রী তাপস দাস বয়স ২৯ বৎসর, পিতা- শ্রী অরুন দাস ঠিকানা- দ্বারিকাপুর থানা-কল্যানপুর, জেলাঃ-খোয়াই ত্রিপুরা, গায়ের রঙঃ-শ্যামলা, উচ্চতাঃ-৫.৬ ফুট, চুল-কালো, চোখ - বাদামি, উক্ত ব্যক্তি গত ২৭-০৬-২০২৩ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায় বাজার করার উদ্দেশে ধলাই জেলার মনুঘাট বাজারে। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজা-খুজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।
উক্ত বিষয়ে মনু থানায় গত ০৮-০৭-২০২৩ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১৪। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।
উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগেরঠিকানাঃ-
পুলিশসুপার,
ধলাইজেলা, আমবাসা
দুরাভাষ নম্বর :-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশকন্টোল, ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
ICA/D-218/25

স্বাক্ষর:-
মিদির লাল দাস
পুলিশসুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ ব্যক্তির নাম শ্রী লিটন দাস বয়স ৪৫ বৎসর, পিতা- মৃত রাকেশ দাস ঠিকানা- চানমারী থানা-মনু, জেলাঃ - ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙঃ-ফর্সা, উচ্চতাঃ-৫.৩ ফুট, চুল-কালো, উক্ত ব্যক্তি গত ১৪-০৪-২০২২ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজা-খুজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।
উক্ত বিষয়ে মনু থানায় গত ১৯-০৪-২০২২ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১৪। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।
উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগেরঠিকানাঃ-
পুলিশসুপার,
ধলাইজেলা, আমবাসা
দুরাভাষ নম্বর :-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশকন্টোল, ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
ICA/D-221/25

স্বাক্ষরঃ-
মিহর লাল দাস
পুলিশসুপার ধলাই জেলা, আমবাসা

মথুরায় ৯০ জন বাংলাদেশি নাগরিক আটক

মথুরা, ১৭ মে : উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার নৌঝিল থানার অন্তর্গত খাজপুর গ্রামে একটি বড়সড় অভিযানে ৯০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশ পুলিশের ঊর্ধতন কর্মকর্তা। জেলার সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) শ্লোক কুমার জানান, গ্রামীণ অঞ্চলে কাজ করা শ্রমিকদের পরিচয় ও বৈধতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। তখন তাঁদের আটক করা হয়েছে।

তিনি জানান, "নৌঝিল থানা এলাকার খাজপুর গ্রামে অবস্থিত ইটভাটাগুলিতে তল্লাশির সময় ৯০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৫ জন পুরুষ, ২৭ জন মহিলা এবং ২৮ জন শিশু রয়েছে। সবাইকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।"

এসএসপি কুমার আরও বলেন, "জেরায় তারা জানিয়েছে, ৩-৪ মাস আগে তারা মথুরায় এসেছে। তার আগে তারা আশপাশের অন্য একটি রাজ্যে বসবাস করছিল। তাদের বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। নিরাপত্তার সাথে যুক্ত অন্যান্য সংস্থাকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং তারাও তদন্তে যুক্ত হয়েছে।"

উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশ সরকার কিছুদিন আগে থেকেই বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই বেআইনিভাবে বসবাসকারী পাকিস্তানি নাগরিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এবং বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অভিবাসীদের ওপর এখন একই ধরনের কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অনেক অনুপ্রবেশকারী ভিন্ন পরিচয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করছেন। সব জেলার জেলা শাসক, সিনিয়র পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারদের এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধেও অভিযান চলছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তানি নাগরিকদের শতভাগ প্রত্যাবাসনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে উত্তর প্রদেশ, যা দেশের মধ্যে প্রথম। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজেই এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করছেন।

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-IV/EE/RD/STB/2025-26, Dated-16/05/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura 'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura' invites percentage rate Two Bid System e-tender in PWD Form No-7 up to 2:00 P.M. on 27/05/2025 for 03 (Three) Nos Construction work & 01 (One) No Maintenance Work. For details please visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-9436593289. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/573/25

Executive Engineer
RD Santirbazar
DiVIIIsion Santirbazar,
South Tripura

নয়াদিল্লিতে নতুন সমীকরণ

বড় ধাক্কা খেল আপ, ১৩ কাউন্সিলর ইস্তফা দিয়ে ঘোষণা করলেন নতুন দল

নয়াদিল্লি, ১৭ মে : আম আদমি পার্টির জন্য বড় ধাক্কা দিল্লির রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের সূচনা করেছে। দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ১৩ জন কাউন্সিলর। বিদ্রোহী এই নেতারা একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। নতুন ওই দলের নাম স্থির হয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থ বিকাশ পার্টি। নতুন এই দলের নেতৃত্ব দেবেন মুকেশ গোয়েল। এমসিডি-তে আপ দলের ''লিডার অফ হাউস'' ছিলেন।

নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মুকেশ গোয়েল বলেন, "প্রায় ১৫ জন কাউন্সিলর আপের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন এবং একটি নতুন দল গঠন করেছেন — ইন্দ্রপ্রস্থ বিকাশ পার্টি। আমরা ক্ষমতায় থাকলেও দিল্লির জনগণের জন্য কাজ করতে পারিনি। দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে আমরা কাজ করতে পারিনি।"এই ঘটনা ঘটে এমন এক সময়ে, যখন সদ্যসমাপ্ত পুরসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বড় জয় পেয়ে এমসিডি পুনর্দখল করেছে। আম আদমি পার্টি নির্বাচন বয়কট করেছিল। এর আগে চলতি বছরের শুরুতে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত হয়ে পড়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আপ দল। এই ইস্তফা সেই সংকটকে আরও গভীর করে তুলেছে।একই সঙ্গে ইস্তফা দেওয়া কাউন্সিলর অশোক পান্ডে বলেন, "আমরা এসেছিলাম ওয়ার্ডের উন্নয়নের কাজ করতে। কিন্তু কোনও কাজই হচ্ছিল না। ২.৫ বছর ধরে আমরা আপ-এ ছিলাম। আমাদের মূল সমস্যা ছিল, আমাদের কলোনি ছিল অননুমোদিত। ফলে ড্রেনেজ, আবর্জনা নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। আমরা দলের কাছ থেকে কোনও তহবিল পাইনি। সিনিয়র নেতৃত্বের সঙ্গে বহুবার যোগাযোগ করেও কোনও ফল হয়নি।"

আর এক বিদ্রোহী কাউন্সিলর হিমানি জৈন বলেন, "আমরা নতুন দল গঠন করেছি — ইন্দ্রপ্রস্থ বিকাশ পার্টি। আমরা আপ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। গত ২.৫ বছরে পুরসভায় যে কাজ হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। আমরা ক্ষমতায় থেকেও কিছু করতে পারিনি। আমরা উন্নয়নের আদর্শে বিশ্বাসী। সেই কারণেই নতুন দল গঠন করেছি। দিল্লির উন্নয়নে যারা কাজ করবে, আমরা তাদেরই সমর্থন করব।"

রুশ ড্রোন হামলায় ইউক্রেনে বাসে থাকা ৯ জন নিহত, ৪ জন আহত

কিয়েভ, ১৭ মে: উত্তর-পূর্ব ইউক্রেনের বিলোপিলিয়া শহরে একটি বাসে রুশ ড্রোন হামলায় ৯ জন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এই হামলায় আরও ৪ জন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সামরিক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পুলিশ, চিকিৎসা কর্মী এবং জরুরি পরিষেবা দল ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

এই হামলাটি এমন এক সময়ে ঘটেছে, যখন ২০২২ সালের পর প্রথমবারের মতো রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সরাসরি শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও আলোচনার কোনও দৃশ্যমান ফল মেলেনি, উভয় দেশই চলমান সংঘাতের কোনও মীমাংসায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে।

তবে আলোচনার পর একটি আংশিক অগ্রগতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছেদুই দেশ ১,০০০ বন্দির আদান-প্রদানে সম্মত হয়েছে, যা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কার্যকর হতে পারে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/EE/KLSD/2025-26, Dt. 14-05-2025

Unakoti Dist, Tripura The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, invites on behalf of the 'Governor of Tripura' "Item rate" e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 28-05-2025 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
2	DNIT No. 16/EE/KLSD/ 2025-26	Rs.5,54,000.00	RS.11,080.00	365 (Three hundred sixty five) Days	Up to 15.00 Hrs on 28-05-2025	At 16.00 Hrs 28-05-2025	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in
ICA/C/578/25

(Er.P.C. Das)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti District, Tripura.

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 01/EE/AGRI/W/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Renovation of Faribari Subseed store including boundary fencing and Toilet block for newly opened Panchabati sector office under Hezamara Agri-sub-Division under West District/S.H:-Providing Internal Electrification.(2nd call) (01/AGRI/EE(WEST)/2025-26)	Rs. 82,040/-	Rs. 1,641/-	Up to 30/05/2025 at 2.00 PM	At 3.00 PM on 30/05/2025 (If possible)	Appropriate Class
2.	Renovation of Khumtoiya S.B school for newly opened Barkathal sector office under Hezamara Agri-sub-Division /S.H :-Providing internal Electrification.(2nd call) (02/AGRI/EE(WEST)/2025-26)	Rs. 75,123/-	Rs. 1,502/-			

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/580/25

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West) for and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সুস্থ থাকতে হাঁটার কোনও বিকল্প নেই

সুস্থ থাকতে হাঁটার কোনও বিকল্প নেই। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ সব সমস্যার সমাধান একটাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শরীরচর্চা করার সময় না পেলে কেবল মাত্র নির্দিষ্ট সময় ধরে হাঁটলেই ওজন কমানো সম্ভব। অনেকে বলেন, দিনে দশ হাজার পা হাঁটাই আদতে সুস্থ থাকার চাবিকাঠি।

কিন্তু কী ভাবে হাঁটলে, দিনে কতটা হাঁটলে তা ওজন ঝরাতে সাহায্য করে, এটা না জানলে পণ্ডশ্রম! বাজার-দোকান, অফিস, কেনাকাটা ইত্যাদিতে হেঁটে গেলেই উপকার পাবেন, না কি ঘড়ি ধরে নির্দিষ্ট গতিতে হাঁটলে তবেই মিলবে সুফল? একটানা হাঁটাতেই লুকিয়ে সুফল। টুকটাক খুচরো হাঁটায় শরীরের কলকব্জা ভাল থাকে ঠিকই, কিন্তু তাতে ওজনের হেরফের হয় না। ফিটনেসবিদদের মতে, লক্ষ্য রাখতে হবে সেকেন্ডে দু'পা হাঁটা। অত হিসাব কষতে না পারলে অন্তত ১৫-২০ মিনিটে দেড় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারলে ভাল। অনেক সময়ে নিয়মিত হাঁটাহাটি করেও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। হাঁটার সময়ে কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলবেন, রইল হদিস। ১) অতিরিক্ত কোনও কিছুই ভাল না। সময় ধরে হাঁটার চেষ্টা করুন। খুব বেশি ক্ষণ হাঁটলে পেশিতে চোট, পেশিতে টান এমনকি হাড়ের সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

২) পোষ্যকে সঙ্গে করে বা দলবেঁধে গল্প করতে করতে না হাঁটাই ভাল। এতে হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। মোবাইল কানে নিয়ে হাঁটলে হাঁটার উপকারিতা আসে না, কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে গিয়ে বেশি হাঁটা যায় না।

৩) মাথায় একগাদা চিন্তা নিয়ে হাঁটবেন না। হাঁটা একটা নেশা। অভ্যাসের মতো রুটিনে ঢুকিয়ে নিয়ে দেখুন, মন্দ লাগবে না। কিন্তু প্রথম প্রথম একঘেয়ে লাগলে মোবাইলের হেডফোন কানে লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে হাঁটুন। এতে এমন কিছু হরমোন ক্ষরিত হবে, যা দুশ্চিন্তা কমায়। তবে বড় রাস্তায় গেলে কানে হেডফোন গুঁজে হাঁটার সময়ে সচেতন থাকুন।

৪) হাঁটার সময়ে পরার জন্য জুতো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পায়ে আরাম দেয়, এমন জুতো পরে হাঁটুন। হাত বা পিঠে খুব বেশি ভার বইবেন না তখন। এতে ক্লান্ত হবেন তাড়াতাড়ি।

৫) হাঁটাহাঁটি করার সময়ে শরীর থেকে ঘাম ঝরে। নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করলে বেশি করে জল খান। শরীরে জলের ঘাটতি হলেই বিপদ। ডিহাইড্রেশনের সময়ে হাঁটলে অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। পেশিতে টান ধরবে। ফলে হাঁটার প্রক্রিয়া ব্যহত হবে।

বাবা-মায়েরা কী ভাবে সাবধানে রাখবেন শিশুর হাঁপানি থেকে

মরসুম বদল মানেই সর্দি-কাশি, জ্বর। সারা ক্ষণ নাক বন্ধ। ইদানীং অনেকেরই অভ্যাস, সর্দি হল কি হল না, গাদাখানেক অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেওয়া। নাক বন্ধ মানেই গুচ্ছ গুচ্ছ নাকের ড্রপ। এর ফলও হয় মারাত্মক। আর যাদের হাঁপানি আছে তাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, কাশি, শ্বাস নিতে গেলেই বুকে যন্ত্রণা, রাত্তিরে এই সমস্যা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া এই হল হাঁপানির মূল উপসর্গ।

হাঁপানির টান উঠলে স্বভাবতই কষ্ট বাড়ে। ওই সময়ে বাবা-মায়েরা কী ভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন, তা জেনে রাখা ভাল। ফুসফুসে বাতাস বহনকারী সরু সরু অজস্র নালি রয়েছে। অ্যালার্জি ও অন্যান্য কারণে সূক্ষ্ম শ্বাসনালিগুলির মাংসপেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ঠিকমতো অক্সিজেন চলাচল করতে পারে না। ফলে শরীরও প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় না। আর এর ফলে নিঃশ্বাসের কষ্ট-সহ নানা শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। মিউকাস বা কফ জমে সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এই বিষয়ে মেডিসিনের চিকিৎসক অরুণাংশু তালুকদার বলছেন, "রোগী অনুযায়ী অসুখের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে বারে বারে সর্দি-কাশি এই অসুখের এক অন্যতম উপসর্গ। কাশতে কাশতে চোখ-মুখ লাল হয়ে যায়। বুকে চাপ ধরা ব্যথা ও কষ্ট হয়। রাত্তিরে কাশি ও শ্বাসকষ্ট বাড়ে। খাবার গিলতেও সমস্যা হয়।" বাবা-মায়েরা খেয়াল রাখবেন, শিশুর হাঁপানি থাকলে বাড়িতে ধূমপান করা যাবে না। শিশু যে ঘরে আছে, সেখানে ধূপ বা ধুনো জ্বালাবেন না। মশার ধূপ তো একেবারেই নয়।

চিকিৎসকের কথায়, দূষিত পরিবেশ হাঁপানির কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। ঘরের ভিতরের বাতাস যাতে বিশুদ্ধ থাকে, তা দেখতে হবে। দরকারে "এয়ার পিউরিফায়ার" লাগাতে হবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ফিল্টার পরিষ্কার আছে কি না, দেখে নিতে হবে। অপরিষ্কার ফিল্টার থেকে ধুলো, নোংরা বেরিয়ে ঘরের বাতাস আরও বিষিয়ে দেয়। হাঁপানি লে ইনহেলার দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। হাতের কাছে সব সময়ে ইনহেলার রাখতে হবে। বিশেষ করে রাতের দিকে হাঁপানির টান উঠলে যাতে ইনহেলার কাছেই থাকে, তা দেখে নিতে হবে। তবে কী ধরনের ইনহেলার শিশুর জন্য উপযোগী, তা চিকিৎসকের থেকে জেনে নিতে হবে। স্থূলতাও আরও একটা বড় সমস্যা। যে শিশুদের ওজন বেশি এবং তার সঙ্গে রক্তে ভিটামিন ডি-এর মাত্রা কম, তাদেরই শ্বাসজনিত রোগ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিটামিন ডি-র ৮০ শতাংশ আসে সূর্য্যের আলো থেকে। বাকি ২০ শতাংশ বিভিন্ন খাবার থেকে পাওয়া যায়। শিশু যাতে রোদ পায়, তা দেখতে পায়। সেই সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার দিকেও নজর দিতে হবে। বিভিন্ন রকম মাছ, দানাশস্য যেমন ওট, ডালিয়া থেকে ভিটামিন ডি পাওয়া যাবে। শুকনো ফলও ভিটামিন ডি-র উৎস। এ ক্ষেত্রে কাঠবাদাম, খেজুর, আখরোট খুবই উপকারী। পালং শাকে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন ডি ও ক্যালশিয়াম থাকে। তবে শিশুর ডায়েট ঠিক করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শিশুকে অতি অবশ্যই নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও চিকেন পক্সের টিকা দিয়ে রাখতেহবে। হাঁপানির সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া বা চিকেন পক্স হলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার ঝুঁকি থাকে। টিকা নেওয়া থাকলে সেই ভয় থাকে না।

কারিপাতার গুণেই হবে সমস্যার সমাধান

ক'দিনের বৃষ্টিতে অতিরিক্ত গরম থেকে রেহাই মিলেছে ঠিকই। তবে বর্ষাকাল মানেই তো চুলের বারোটা। সে বৃষ্টির জল মাথায় পড়ুক বা না পড়ুক, চুল ঝরবেই। তেল, শ্যাম্পু বা ঘরোয়া টোটকাতেও এই চুল ঝরার পরিমাণে লাগাম টানা যাচ্ছে না। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই চুল কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। তবে সালোঁর পেশাদার, দক্ষ কর্মীরা বলেন চুল কাটলে চুল পড়ার পরিমাণে কোনও হেরফের হয় না। চুলের দৈর্ঘ্য কমে যাওয়ায় চুল কম পড়ছে বলে মনে হয়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মাসে একটি করে স্পা করানোর পরামর্শ দেন অনেকেই। তবে সকলের পক্ষে তো প্রতি মাসে সালোঁয় গিয়ে স্পা করানো সম্ভব হয় না। কারিপাতা ব্যবহার করেই চুলের বিভিন্ন সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কী ভাবে ফিরবে চুলের জেল্লা, রইল হদিস।

টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে

টক দই মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে এবং খুশকি ও মৃত কোষ উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। একমুঠো কারিপাতা ব্লেন্ডারে নিয়ে ভাল করে পেস্ট তৈরি করে নিন। বড় চামচের এক চামচ কারিপাতার পেস্ট আগের থেকে ফেটিয়ে রাখা টক দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন, যাতে দু'টি উপাদানের ঘনত্ব একই রকম হয়। মাথার ত্বকে ভাল করে মেখে নিন এই মিশ্রণ। ৩০ থেকে ৪০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।

আমলকি ও মেথির সঙ্গে মিশিয়ে

কারিপাতায় থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি। এই ভিটামিন চুলের গোড়া মজবুত করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি আমলকি ও মেথি চুলের ঘনত্ব বাড়াতে দারুণ কার্যকর। এই মিশ্রণটি বানাতে, আধ কাপ কারিপাতা আর আধ কাপ মেথি পাতা একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এর পর তাতে দিয়ে দিন একটি গোটা আমলকির রস। তিনটি উপাদান একসঙ্গে ব্লেন্ডারে ঘুরিয়ে নিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে নিন। মাথার ত্বকে মিশ্রণটি মেখে নিয়ে আধ ঘণ্টা পর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন মাথা।

সন্ধ্যায় নরম পানীয়ের সঙ্গে মুচমুচে ভুট্টার পকোড়া

সন্ধ্যাবেলা চায়ের সঙ্গে মুখোরোচক "টা" না হলে ঠিক জমে না! কিন্তু রোজ রোজ চায়ের সঙ্গে নিত্যনতুন স্ন্যাকসের রেসিপি খুঁজতে হিমশিম খান অনেকেই। আর বাড়িতে খুদে সদস্য থাকলে তো কথাই নেই, তার মন জুগিয়ে চলা আরও কঠিন। বাইরে থেকে কিনে আনা শিঙাড়া, আলুর চপ সে তো মুখেও তোলে না। তা ছাড়া বাড়িতে কোনও পার্টির আয়োজন করলেও রকমারি স্ন্যাকস বানাতেই হয়। মুশকিল আসান করতে এ বার হেঁশেলেই বানিয়ে ভুট্টার মুচমুচে পকোড়া। রইল সহজ রেসিপি। উপকরণ: ৩ কাপ ভুট্টার দানা, ১ কাপ পেঁয়াজ কুচি, আধ কাপ ক্যাপসিকাম কুচি, ২ টেবিল চামচ কাঁচালঙ্কা কুচি, ১ চা চামচ আদা বাটা, ১ চা চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, ১ কাপ ধনেপাতা কুচি, আধ কাপ বেসন, আধ কাপ কর্ন ফ্লাওয়ার, স্বাদমতো নুন, পরিমাণ মতো তেল, ১ টেবিল চামচ মৌরি গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ চাট মশলা প্রণালী: প্রথমে সেদ্ধ করা ভুট্টার দানা হাত দিয়ে চটকে নিন। খেয়াল রাখবেন কয়েকটি দানা যেন গোটা গোটাও থাকে। একটি বড় বাটিতে বেসন, কর্নফ্লাওয়ার, নুন, ভাজা জিরে গুঁড়ো, মৌরি গুঁড়ো, আদা বাটা, লঙ্কাগুঁড়ো, ভুট্টার দানা, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে আর পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ বানিয়ে নিন। এ বার কড়াইয়ে সাদা তেল গরম করুন। তার পর অল্প করে মিশ্রণ নিয়ে পকোড়ার আকারে গড়ে গরম তেলে ছাড়ুন। ডুবো তেলে লালচে করে ভেজে তুলুন। শুকনো কাগজ বা কিচেন ন্যাপকিনে পকোড়া মুড়িয়ে রাখুন বেশ কিছু ক্ষণ। এতে পকোড়ার অতিরিক্ত তেল কাগজ শুষে নেবে। এ বার উপর থেকে চাট মশলা ছড়িয়ে চাটনি বা সসকিংবা ধনেপাতার চাটনির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন ভুট্টার পকোড়া।

তুলসীর তেলে জেল্লা দেবে চুল

ঘর এবং বাইরে একই সঙ্গে দু'দিক সামলাতে গিয়ে ত্বকের হাল ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। শুধু ত্বক নয়, চুলেরও বেহাল দশা। পুজো আসছে। তাই এখন থেকেই চুলের যত্ন নিতে শুরু করেছেন। রাতে ঘুমোনোর আগে তেলও মাখছেন। কিন্তু তাতেও লাভ হচ্ছে না। মুঠো মুঠো চুল পড়ছে। আসলে তেল বাছাই করতে হয় মাথার ত্বকের ধরন অনুযায়ী। বাজারচলতি কিছু তেল বা প্রসাধনীতে এমন রাসায়নিক থাকে যা চুলের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। তাই এমন তেল বেছে নিতে হবে, যা চুলের গোড়া মজবুত করবে, ভিতর থেকে পুষ্টি জোগাবে। তা হলেই চুল লম্বায় বাড়বে, অকালে চুল পড়াও বন্ধ হবে। আয়ুর্বেদে বিভিন্ন ভেষজ তেলের কথা বলা হয়েছে যেমন, জবাফুলের তেল, তুলসী, নিম, জলপাই, কাঠবাদামের তেল, আরও কত কী! এদের মধ্যে তুলসীর তেল রুক্ষ ও শুষ্ক চুলের জন্য খুবই উপকারী। তুলসী পাতায় রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল, অ্যান্টি-ভাইরাল উপাদান। মাথার ত্বকে ব্রণ, ফুস্কুড়ি বা র‍্যাশ হলে তা থেকে রেহাই দিতে পারে তুলসীর তেল। বাড়িতে তুলসীর তেল কী ভাবে বানাবেন? টাটকা তুলসী পাতা নিয়ে সেগুলিকে শুকিয়ে নিন। ভাল করে শুকোতে হবে, যাতে ভিজে ভাব না থাকে। এ বার একটি কাচের জারে তুলসী পাতাগুলি নিয়ে সেগুলি গুঁড়ো করে পিষে নিন। জারটির মধ্যে নারকেল তেল বা জলপাইয়ের তেল ভর্তি করুন। তুলসী পাতাগুলি তাতে ভাসবে। এ বার কাচের জারটি রোদে রেখে দিতে হবে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ। তুলসী পাতাগুলি পুরোপুরি তেলে মিশে যাবে। এই তেল রোজ নিয়ম করে চুলে ও মাথার ত্বকে মালিশ করতে হবে।

কোন ডাবের ভিতর জল বেশি বুঝবেন কী করে?

বর্ষার মরসুমেও গরম ভাল মতোই টের পাওয়া যাচ্ছে। রাস্তায় বেরোলেই সূর্যের তাপে যেন প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তেষ্টা মেটাতে অনেকেই নরম পানীয়তে চুমুক দিচ্ছেন। চিকিৎসকদের মতে, এই ধরনের পানীয় শরীরের পক্ষে একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। তার চেয়ে ডাবের জলে চুমুক দেওয়া অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। তবে কোন ডাবে জলের পরিমাণ বেশি, তা বোঝা মুশকিল। তবে বোঝার উপায় যে নেই, তা নয়। জলভর্তি ডাব চিনবেন কী ভাবে? ১) অনেকেই ভাবেন, ডাবের আকার অনুযায়ী বুঝি জলের পরিমাণ কম-বেশি হয়? সব সময় এমনটা ঠিক না-ও হতে পারে। তাই মাঝারি আকারের ডাব বেছে নেওয়াই ভাল। তা ছাড়া কেনার আগে ভাল করে ঝাঁকিয়ে দেখে নেওয়া উচিত ডাব। ঝাঁকানোর সময় যদি দেখেন বেশি ফেনার শব্দ শোনা যাচ্ছে তা হলে বুঝবেন সেই ডাবে খুব বেশি জল নেই। ২) ডাব গোলাকার হলে তাতে খুব বেশি জল পাওয়া যায় না। ডাবের আকার সিলিন্ডারের মতো লম্বাটে হলে তাতে জল বেশি থাকাক সম্ভবনা বেশি। ৩) ডাবের রং দেখেও অনেক সময় ধারণা করা যায়, ডাবে কতটা জল আছে। রং ধূসর হয়ে গেলে কিংবা ডাবের গায়ে বাদামি দাগ থাকলে সেই ডাব এড়িয়ে চলাই ভাল। বাদামি বা হলুদ ছোপ থাকলে সেই ডাবে কম থাকতে পারে জল। ৪) এমন ধারণা প্রচলিত রয়েছে, ডাব বড় মানেই, তাতে জল বেশি। এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। বড় ডাবেই জল সবচেয়ে কম থাকে। কারণ ডাব যত বড় হয়, ভিতরে শাঁসের পরিমাণ তত বাড়তে থাকে।

একমাস চিনি না খেলে শরীরে যে পরিবর্তন ঘটে

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কমবেশি চিনিযুক্ত খাবার সবাই খান। তবে স্বাস্থ্য সচেতনরা অবশ্য মিষ্টি খাবার দেখলেই ভয় পান! কারণ শরীরের জন্য চিনিযুক্ত বা মিষ্টি খাবার মোটেও ভালো নয়। এ বিষয় কমবেশি সবারই জানা।

ওজন কমানো থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খাদ্যতালিকা থেকে চিনি বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

আসলে চিনি রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি শারীরিক বিভিন্ন ব্যাধির কারণ হয়ে দাড়ায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীর সুস্থ রাখতে খুব সীমিত পরিমাণে চিনি ব্যবহার করতে হবে। হেল্থলাইনে প্রকাশিত এক গবেষণা অনুসারে, অতিরিক্ত চিনি খেলে ফ্যাটি লিভার, টাইপ ২ ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

আর যদি আপনি চিনি খাওয়া পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেন, তাহলে আপনার শরীর কিন্তু ধন্যবাদ জানায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক একটানা ৩০ দিন অর্থাতএকমাস চিনি না খেলে শরীরে ঠিক কী কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে।

ব্লাড সুগার

চিনি-সমৃদ্ধ খাবার খেলে এমনিতেই রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় ও টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। মিষ্টি জাতীয় জিনিস যেমন- ক্যান্ডি, অ্যানার্জি ড্রিংক দ্রুত রক্তে সুগারের মাত্রা বাড়ায়।

এ কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে ও ইনসুলিনের মাত্রা বজায় রাখতে অবশ্যই চিনিযুক্ত খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। যদি আপনি ৩০ দিন চিনি একদমই না খান তাহলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আসবে খুব দ্রুত।

ওজন বর্তমানে তরুণদের মধ্যে স্থূলতার সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। চিনি দিয়ে তৈরি খাবারের বিভিন্ন লোভনীয় পদ খেতে অভ্যস্ত এখনকার তরুণরা। তবে এসব খাবার শরীরের জন্য যে কতটা ক্ষতিকর তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই।

আর দৈনিক এসব খাবার খাওয়ার কারণে মুটিয়ে যাচ্ছেন সবাই। চিনি থেকে তৈরি খাবার ও পানীয়েও ক্যালোরির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। ফাইবার, প্রোটিনের মতো পুষ্টিগুণ এগুলোর মধ্যে খুবই কম। উচ্চ চিনিযুক্ত খাবারের সঙ্গে ওজন বেড়ে যাওয়ার সরাসরি সম্পর্ক আছে। অত্যধিক চিনি খেলে শরীরে অতিরিক্ত চর্বি তৈরি হয়, যা শরীরের বিভিন্ন অংশের চারপাশে জমা হয়। চিনি থেকে দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই ওজন কমাতে পারবেন।

মুখের স্বাস্থ্য চিনি দিয়ে তৈরি পণ্য আমাদের দাঁতের জন্য খুবই ক্ষতিকর। চিনি মেশানো পানীয় ও খাবার মুখগহ্বর ও মাড়ির বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়েরই মুখের স্বাস্থ্য খারাপ করে চিনি। আপনি যদি ৩০ দিন চিনি থেকে দূরে থাকতে পারেন তাহলে দেখবেন দাঁতের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

লিভারের স্বাস্থ্য অতিরিক্ত মিষ্টিজাতীয় খাবার, বিশেষ করে উচ্চ ফ্রুক্টোজ খাদ্য, নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে একটানা ৩০ দিন "নো সুগার চ্যালেঞ্জ" গ্রহণ করেই দেখুন ফলাফল, চমকে উঠবেন আপনি! হার্টের স্বাস্থ্য হার্ট আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তবে অতিরিক্ত চিনিসমৃদ্ধ খাবার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এর পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ ও খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও বাড়ায়। একমাসের জন্য চিনি খাওয়া বন্ধ করলে তা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি শরীরের খারাপ কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে।

হাইলাইটারের ছোঁয়ায় জ্বলজ্বল করে মুখ

রূপটানের শেষে গালে হাইলাইটারের নিখুঁত টান, সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। মুখে বাড়তি জেল্লা আনে। শুধু গাল নয়, নাকের উপরে, থুতনিতে হাইলাইটারের সামান্য ছোঁয়ায় মুখ ভরে ওঠে দীপ্তিতে। হাইলাইটার ছাড়া সাজই যেন সম্পূর্ণ হয় না। রূপটান নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা বলছেন ত্বকের ধরন অনুযায়ী হাইলাইটার বাছতে হবে।

বিশেষত শুষ্ক ত্বকে লিকুইড বা তরল হাইটার ভাল ভাবে মিশে যায়। যদি কেউ চান পুরো মুখেই চকচকে ভাব থাকুক, তা হলে ফাউন্ডেশন হাতে নিয়ে তার মধ্যে কয়েক ফোঁটা তরল হাইলাইটার ভাল করে মিশিয়ে মুখে মাখতে পারেন। ময়শ্চারাইজারের সঙ্গে মিশিয়েও মাখা যায়।

এখন কথা হল, হাইলাইটার কেমন কিনবেন, কোথা থেকে কিনবেন এই নিয়ে দ্বিধা থাকে। বাজারচলতি প্রসাধনী কতটা খাঁটি হবে তা নিয়েও চিন্তা থাকে। কাজেই বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন নিজস্ব হাইলাইটার। শিখে নিন পদ্ধতি। বাড়িতে হাইলাইটার কী ভাবে বানাবেন?

কী কী লাগবে? দুই চা চামচ গ্রেপসিড অয়েল, দু'চামচ প্রাকৃতিক মোম (দোকানে বা অনলাইনে পাওয়া যায়), এক চামচ সাদা মাইকা পাউডার। পদ্ধতি কী? ১) প্রথমে একটি বড় পাত্রে জল নিয়ে মাঝারি আঁচে বসিয়ে গরম করুন। ২) এ বার একটি কাচের বাটিতে বাকি সব উপকরণ নিয়ে জলের উপর বসিয়ে দিন। কিছু ক্ষণের মধ্যেই সমস্ত উপাদান গলে যাবে। ৩) সব কিছু গলে গেলে মিশ্রণটি একটি মেকআপের টিন প্যানে ঢেলে নিন। ৪) এ বার মিশ্রণটি ক্রমাগত নাড়তেহবে যাতে মাইকা নীচে জমে না যায়। ধীরে ধীরে মিশ্রণটি জমতে শুরু করবে। ৫) একটি পাতলা সেলোফেন কাগজ দিয়ে মিশ্রণটি চেপে রাখুন।

৬) ঘণ্টাখানেক মতো জমতে দিন। তার পরে ব্যবহার করুন।

শনিবার আগরতলা শিক্ষা ভবনে ২০২৪-২৫ সালের টেট পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

ট্র্যাভেল ব্লগার জ্যোতি মালহোত্রা গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার, ধৃত আরও পাঁচ

হিসার, ১৭ মে : পাকিস্তানের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ভারতের হরিয়ানার হিসার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ইউটিউব ট্র্যাভেল ব্লগার জ্যোতি মালহোত্রাকে। তিনি 'ট্র্যাভেল উইথ জো' নামের একটি ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনা করতেন। পুলিশ জানিয়েছে, ভারতের সামরিক সংক্রান্ত গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাচার করার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই মামলায় পাঞ্জাব ও হরিয়ানা থেকে আরও পাঁচজন, যার মধ্যে একজন ২৫ বছরের ছাত্র এবং এক নিরাপত্তারক্ষীও রয়েছেন, তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৩৩ বছর বয়সী জ্যোতি, যিনি নিজেকে ইউটিউব বায়োতে 'ঘুরে বেড়ানো ভালোবাসেন', 'হরিয়ানভিপাঞ্জাবি', এবং 'পুরাতন চিন্তার আধুনিক মেয়ে' বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি দিল্লিতে পাকিস্তান হাই কমিশনে কর্মরত এহসান-উর-রহিম ওরফে দানিশ-এর সংস্পর্শে আসেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিনি পাকিস্তানে অন্তত দুইবার গিয়েছিলেন এবং সেখানে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সম্প্রতি পাহালগাম সন্ত্রাসী হামলার পরে ভারতের 'অপারেশন সিন্দুর'-এর প্রেক্ষিতে দানিশকে 'পারসোনা নন গ্রাটা' ঘোষণা করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

তদন্তে জ্যোতি পুলিশকে জানান, ২০২৩ সালে পাকিস্তানের ভিসা নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লির পাকিস্তান হাই কমিশনে গিয়েছিলেন। সেখানে তার সঙ্গে দানিশের পরিচয় হয়। এরপর তিনি দু'বার পাকিস্তান সফর করেন এবং সেখানে আলি আহওয়ান নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়, যিনি তার থাকার ও ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন।

জ্যোতি পুলিশকে জানান, "পাকিস্তানে আলি আহওয়ানের মাধ্যমে আমি পাক গোয়েন্দা সংস্থার শাকির এবং রানা শাহবাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সন্দেহ এড়াতে শাকিরের মোবাইল নম্বর আমি 'জাট রন্ধাওয়া' নামে সংরক্ষণ করি। দেশে ফিরে আমি হোয়াটসঅ্যাপ, স্ন্যাপচ্যাট ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখি ও গোপন তথ্য আদান-প্রদান করি।"

পুলিশ জানিয়েছে, জ্যোতি মালহোত্রার বিরুদ্ধে ভারতের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এক ইউটিউব শর্টসে, যা মার্চ মাসে পোস্ট করা হয়, জ্যোতি বলেন, "প্রথমে আমরা ভারতীয় ইমিগ্রেশন পার করি, তারপর অটারি-ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করি। সীমান্ত পার হওয়ার মুহূর্ত খুব স্মরণীয়, গায়ে কাঁটা দেয়। পাকিস্তানে প্রবেশ করলেই সংবাদমাধ্যমের নজরে পড়ি।"

তিনি আরও বলেন, "পাকিস্তানে পৌঁছে মুদ্রা বদল করতে হয়। আমি এক ভারতীয় মুদ্রায় ২.৬ পাকিস্তানি মুদ্রা পেয়েছিলাম, যদিও আমি ভেবেছিলাম তিন টাকা পাবো।" তার অন্যান্য ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি লাহোরের রাস্তা ঘুরে দেখছেন, রমজানের খাবার উপভোগ করছেন এবং বিভিন্ন মন্দিরে ভ্রমণ করছেন।

এই মামলায় আরও একজন নিরাপত্তারক্ষী নওমান ইলাহীকে পানিপথ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২৪ বছর বয়সী ইলাহী তার শ্যালকের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা নিয়ে গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাঠাতেন বলে অভিযোগ। অপরদিকে, ২৫ বছর বয়সী দেবেন্দ্র সিং ঢিল্লোঁ, যিনি পতিয়ালার খালসা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র, তাকেও ১২ মে কাইথাল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, তিনি নভেম্বরে কাতারপুর করিডরের মাধ্যমে পাকিস্তানে যান এবং আইএসআই কর্মকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাগ করে নেন।কাইথালের পুলিশ সুপার আস্থা মোদি জানান, অভিযুক্ত ছাত্র পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে পতিয়ালার সামরিক ঘাঁটির ছবি ভাগ করে নিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর, পাঞ্জাব পুলিশও একই ধরনের অভিযোগে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

দরভাঙ্গায় "অঅনুমোদিত" অনুষ্ঠানের জন্য রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দুটি এফআইআর, কংগ্রেস নেতার মন্তব্য: 'এগুলো আমার জন্য পদক'

দরভাঙ্গা, ১৭ মে : বিহারের দরভাঙ্গায় অম্বেডকর কল্যাণ হোস্টেলে অনুমতি ছাড়াই সভা আয়োজনের অভিযোগে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসের একাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে দুটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, তাঁরা প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একটি 'অঅনুমোদিত' জনসভা আয়োজন করেন।

এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, "এই সব এফআইআর আমার জন্য পদকের মতো। আমার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ৩০-৩২টি মামলা রয়েছে।"

দরভাঙ্গা সদর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক অমিত কুমার জানিয়েছেন, কংগ্রেস পার্টিকে শহরের রাজেন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য লিখিত অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে পরে অম্বেডকর হোস্টেলে আলাদা করে সভার আয়োজন করা হয়, যার জন্য কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, "এই অঅনুমোদিত প্রস্তুতি দেখে, ধারা ১৬৩ অনুযায়ী প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং তা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।" তবুও, এনএসইউআই-এর জাতীয় সম্পাদক মোহাম্মদ সদাব আখতার এবং স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা হোস্টেলে সভা করেন বলে অভিযোগ। সেখানে জোর করে চেয়ার, টেবিল, টেন্ট, ফ্যান, মাইক বসানো হয় এবং রাহুল গান্ধী সহ প্রায় ১০০ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এই ঘটনায় লহেরিয়াসারাই থানায় দুটি পৃথক এফআইআর দায়ের করা হয়। একটি দায়ের করেন জেলা কল্যাণ আধিকারিক অলোক কুমার, অপরটি ব্লক কল্যাণ আধিকারিক খুরশিদ আলম। মামলা হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সঞ্জিতা-র ধারা ১৮৯(২), ১৮৯(৫), ১৩২ এবং ২২৩ অনুযায়ী, সঙ্গে লাউডস্পিকার আইনের ধারাও প্রয়োগ হয়েছে। ঘটনার ভিডিও ফুটেজ জব্দ করেছে পুলিশ এবং অভিযুক্তদের শনাক্তকরণের কাজ চলছে।

এর আগে, অম্বেডকর হোস্টেলে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, "প্রশাসন রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছিল। কিন্তু আমাকে থামাতে পারেনি, কারণ আমার পিছনে আপনাদের শক্তি রয়েছে। আমি পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে অনুষ্ঠান করেছি।"

এ প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে বিহারে জেডিইউ-বিজেপি সরকারকে একহাত নেন। তিনি বলেন, "দলিত, অনগ্রসর ও বঞ্চিত ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলাই কি অপরাধ? তাদের শিক্ষা, চাকরি ও নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে কথা বলাই কি সংবিধানবিরোধী?"

রাহুল গান্ধী বলেন, "প্রথমে প্রশাসনের কোনো আপত্তি ছিল না। পরে হঠাৎ করে বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা যা করার ঠিক করেছি, তাই করেছি। আমি জাতিভিত্তিক জনগণনা ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫০% সংরক্ষণসীমা ভাঙার দাবি জানিয়েছি।"

প্রশাসনের দাবি, "রাহুল গান্ধীর জন্য জেড প্লাস নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন জায়গায় গিয়েছেন, যেখানে কোনো পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন ছিল না। তাঁকে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন।"

এই ঘটনার মাধ্যমে বিহারের রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

এনআইএ-এর জালে আইএসআইএস স্লিপার সেলের দুই সদস্য, জাকার্তা থেকে ফেরার সময় গ্রেফতার

নয়া দিল্লি, ১৭ মে: জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইএসআইএস-এর স্লিপার মডিউলের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। এই গ্রেফতারি ২০২৩ সালে মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে আইইডি বিস্ফোরক তৈরির ও পরীক্ষার ঘটনাকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে।

এনআইএ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ধরা হয়, যখন তারা ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা থেকে ভারতে ফিরছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই দুই অভিযুক্ত প্রায় দুই বছর ধরে পলাতক ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে আগেই গ্রেফতারি পরোয়ানা (নন-বেলেবল ওয়ারেন্ট) জারি হয়েছিল।

তদন্তকারী সংস্থা আরও জানিয়েছে, এই দুই অভিযুক্ত পুনের একটি বাড়িতে অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে মিলে আইইডি প্রস্তুত করছিল এবং সেখানে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের মাধ্যমে তার পরীক্ষা চালায়। তারা বিস্ফোরক বানানোর প্রশিক্ষণ কর্মশালারও আয়োজন করেছিল বলে এনআইএ জানিয়েছে।

সংস্থা এই দুই অভিযুক্তের সম্পর্কে তথ্যদাতাদের জন্য তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই মামলার তদন্ত এখনো চলছে এবং এনআইএ আশা করছে, এই গ্রেফতারি তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি আনবে।

গাজা থেকে ১০ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে লিবিয়ায় পাঠানোর মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে বিতর্ক

ওয়াশিংটন, ১৭ মে: প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা 'নিজের দখলে নেওয়া'র প্রস্তাবের কয়েক মাস পর, একটি নতুন প্রতিবেদন দাবি করেছে যে যুক্তরাষ্ট্র গাজা থেকে প্রায় ১০ লক্ষ ফিলিস্তিনিকে স্থায়ীভাবে লিবিয়ায় স্থানান্তরের পরিকল্পনা করছে।

এনবিসি নিউজ সূত্রে জানা গেছে, এই পরিকল্পনাটি 'গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা' করা হচ্ছে এবং ট্রাম্প প্রশাসন এটি নিয়ে লিবিয়ার নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছে। প্রতিবেদন অনুসারে, এই পরিকল্পনার আওতায় যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়াকে বিলিয়ন ডলারের হিমায়িত তহবিল মুক্তি দিতে পারে, যা ২০১১ সালে মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর থেকে স্থগিত আছে। তবে এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনও চুক্তি হয়নি। ইসরায়েলকে এই আলোচনার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

একজন মার্কিন সরকারি কর্মকর্তা এই প্রতিবেদনের সত্যতা অস্বীকার করে বলেছেন, "মাঠে বাস্তব পরিস্থিতি এমন পরিকল্পনার উপযুক্ত নয়। এ ধরনের কোনও আলোচনা হয়নি, এবং এই পরিকল্পনার কোনও অর্থও নেই।"

হামাস—যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন—এর একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা বাসেম নাইম বলেন, "ফিলিস্তিনিরা তাদের মাতৃভূমির প্রতি গভীরভাবে নিবেদিত। তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাতে এবং প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করতেও প্রস্তুত।" তিনি আরও বলেন, "ফিলিস্তিনিদের ভবিষ্যত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র ফিলিস্তিনিদেরই আছে।"

লিবিয়ার গভর্নমেন্ট অফ ন্যাশনাল ইউনিটি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের দেশে অভিবাসীদের পাঠানো অগ্রহণযোগ্য। তারা জানিয়েছে, এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও সমন্বয় হয়নি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি অভিবাসন বিরোধী অবস্থানের জন্য পরিচিত, এর আগে গাজাবাসীদের মিশর বা জর্ডানে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। ফেব্রুয়ারিতে তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্রকে গাজা দখল করে তা থেকে দুই মিলিয়ন বাসিন্দাকে সরিয়ে 'মধ্যপ্রাচ্যের রিভিয়েরা' হিসেবে তৈরি করা উচিত।

২০০৫ সালে গাজা থেকে ইসরায়েল সেনা প্রত্যাহার করে, কিন্তু ২০০৭ সাল থেকে হামাস সেখানে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর, হামাসের হামলায় ১,২০০ ইসরায়েলি নিহত এবং ২৫১ জন জিম্মি হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল শুরু করে ব্যাপক সামরিক অভিযান, যাতে এখন পর্যন্ত ৫৩,০০০-র বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং ২০ লক্ষের কাছাকাছি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

অপারেশন সিন্দুরকে ওসামা বিন লাদেন হত্যার সঙ্গে তুলনা করলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ধনখড়

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় শনিবার "অপারেশন সিন্দুর"-এর সঙ্গে মার্কিন সেনার হাতে ওসামা বিন লাদেনের হত্যার ঘটনার তুলনা টেনে আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। তিনি বলেন, ভারতের এই আক্রমণ ছিল আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গভীরে পরিচালিত সুনির্দিষ্ট হামলা, যা সরাসরি সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে আঘাত করেছে।

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, "২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলার মূল পরিকল্পনাকারীকে ২০১১ সালের ২ মে মার্কিন বাহিনী যেভাবে নিঃশেষ করেছিল, ভারতও ঠিক তেমনি করেছে।"

উপরাষ্ট্রপতি কোনও নাম না নিলেও তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতই ওসামা বিন লাদেনকে ঘিরেই ছিল। তিনি বলেন, "ভারত করেছে, এবং করেছে বিশ্বের সামনে। এই অভিযান এক নতুন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থাপন করেছে। শান্তির চেতনাকে বজায় রেখেই সন্ত্রাসবাদকে আঘাত করা হয়েছে।"

উপরাষ্ট্রপতির মতে, এই অভিযান এতটাই সুনির্দিষ্ট ছিল যে শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতের সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে থাকা জইশ-ই-মোহাম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈয়বা-র শক্ত ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

তিনি বলেন, "পহেলগামে যেভাবে ২৬ নিরীহ মানুষ প্রাণ হারালেন, তা মুম্বই হামলার পর সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলা। এর পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিহার থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে একটি বার্তা দেন। সেই বার্তা ছিল খালি বুলি নয় আজ বিশ্ব তা বুঝতে পারছে।"

জগদীপ ধনখড় দাবি করেন, ভারতের এই পদক্ষেপ বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় একটি নতুন যুগের সূচনা করল। তিনি বলেন, দেশ এখন নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে সক্ষম এবং ভবিষ্যতে কোনও হুমকিকে সহ্য করবে না।

উল্লেখ্য, ৭ মে শুরু হওয়া অপারেশন সিন্দুর ছিল ২২ এপ্রিল পহেলগামে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী হামলার পাল্টা প্রতিক্রিয়া, যেখানে ২৬ জন নিরীহ নাগরিক নিহত হন।

নূর খান এয়ারবেসে ভারতের মিসাইল হামলার স্বীকৃতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর মুখে

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এক বিরল স্বীকারোক্তিতে নিশ্চিত করেছেন যে ভারত ১০ মে ভোররাতে পাকিস্তানের নূর খান এয়ারবেসসহ একাধিক স্থানে ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা চালায়। ইসলামাবাদে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি জানান, রাত ২:৩০টার সময় পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল সৈয়দ আসিম মুনির ফোনে তাঁকে এই হামলার খবর দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "৯ ও ১০ মে রাতের মাঝামাঝি সময়ে জেনারেল মুনির একটি নিরাপদ ফোনের মাধ্যমে জানান যে ভারত ব্যালিস্টিক মিসাইল নিক্ষেপ করেছে। একটি মিসাইল নূর খান এয়ারবেসে পড়েছে এবং কয়েকটি অন্যান্য এলাকায়।"

নূর খান এয়ারবেস (পূর্বতন চাকলালা), ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডির মাঝে অবস্থিত, পাকিস্তানের একটি অত্যন্ত কৌশলগত সামরিক স্থাপনা। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধেও এটি ভারতীয় আক্রমণের লক্ষ্য ছিল।

এই হামলা ৭ মে শুরু হওয়া 'অপারেশন সিন্দুর'-এর অংশ, যা ২২ এপ্রিল পহেলগামে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় চালানো হয়।

এই অভিযানে জইশ-ই-মোহাম্মদ, লস্কর-ই-তৈয়বা ও হিজবুল মুজাহিদিন সহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের প্রায় ১০০ সদস্যকে নির্মূল করা হয়েছে। ভারতের বিমানবাহিনী, স্থলসেনা এবং নৌসেনা সমন্বয়ে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে একাধিক সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি ও সামরিক পরিকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

প্রথম পর্যায়ে হামলার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল চাকলালা (নূর খান) এবং সরগোধা বিমানঘাঁটি। স্যাটেলাইট চিত্রে জ্যাকোবাবাদ, ভোলারি এবং স্কারদু-তেও আক্রমণের প্রমাণ মিলেছে।

এই আক্রমণের পর পাকিস্তান এলওসি-তে গোলাবর্ষণ শুরু করে এবং জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও গুজরাটের বিভিন্ন ভারতীয় সামরিক ঘাঁটির ওপর ড্রোন ও মিসাইল হামলা চালায়। এর জবাবে ভারত আবারও পাকিস্তানের রাডার ও লজিস্টিক স্থাপনাগুলিতে হামলা করে।

ভারতীয় গোয়েন্দা জানিয়েছে , হামলার পর পাকিস্তানের সেনা নেটওয়ার্কে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়। রাওয়ালপিন্ডির স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানস ডিভিশন-এর অফিসগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়।

পরিস্থিতির উত্তেজনা কমাতে পাকিস্তান দ্রুত মার্কিন হস্তক্ষেপ চায়। মার্কিন পরামর্শে পাকিস্তানের ডিজিএমও মেজর জেনারেল কাশিফ আব্দুল্লাহ ভারতের লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই-এর সঙ্গে ১০ মে বিকেল ৩:৩৫ মিনিটে হটলাইন-এ যোগাযোগ করেন। এই সংযোগের বিষয়টি পরবর্তী সময়ে ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি নিশ্চিত করেন।

এই আলোচনার পর, ১০ মে সন্ধ্যা থেকে স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে সব ধরনের সামরিক অভিযান বন্ধ করার চুক্তি হয়। তবে ভারতীয় রাডার পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায় কাশ্মীর ও গুজরাট সীমান্তে একাধিক পাকিস্তানি ড্রোনের গতিবিধি ধরতে সক্ষম হয় এবং সেগুলি প্রতিহত করে।

বিদেশ সচিব মিশ্রি জানান, পাকিস্তান চুক্তি লঙ্ঘন করেছে এবং ভারত "উপযুক্ত ও সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া" দিয়েছে। তিনি বলেন, ভারত ভবিষ্যতের যে কোনও পরিস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুত। ভারত আবারও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ইন্দাস জলচুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে এবং তা চুক্তির লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে অপরিবর্তিত থাকবে।

বেঙ্গালুরুতে সিগারেট নিয়ে বিবাদের জেরে সফটওয়্যার পেশাদারকে পিষে মারল গাড়ি

খুনের অভিযোগে গ্রেফতার অভিযুক্ত

বেঙ্গালুরু, ১৭ মে: বেঙ্গালুরু শহরে এক মর্মান্তিক ও চমকে দেওয়া ঘটনা সামনে এসেছে। মাত্র একটি সিগারেট আনার অনুরোধ ঘিরে বচসা, এবং তার জেরে এক সফটওয়্যার পেশাদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ ঘটনার মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

নিহতের নাম এইচএন সঞ্জয় (২৯), বেঙ্গালুরুর ভজরাহল্লি এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্তের নাম প্রতীক (৩১), যিনি রাজরাজেশ্বরী নগর এলাকার বাসিন্দা এবং একটি বেসরকারি সংস্থার ম্যানেজার পদে কর্মরত।

ঘটনাটি ঘটে ১০ মে রাতে বেঙ্গালুরুর কনকপুরা রোডের বাসন্তপুরা ক্রস অঞ্চলে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সঞ্জয় তাঁর সহকর্মী চেতন পুজামঠ-এর সঙ্গে বাইকে চড়ে অফিস থেকে বাইরে বেরিয়েছিলেন সামান্য বিরতির জন্য।সেই সময় প্রতীক তাঁর গাড়ি নিয়ে সেখানে আসেন এবং সঞ্জয়কে গাড়ি থেকে না নেমেই সিগারেট এনে দেওয়ার জন্য বলেন। সঞ্জয় এতে রাজি না হয়ে, তাঁর অহংকারী ও অলস আচরণের সমালোচনা করেন, যার ফলে দু'জনের মধ্যে তীব্র বচসা শুরু হয়। পাশাপাশি থাকা স্থানীয়রা তখন হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি সামাল দেন। এরপর প্রতীক রাগে সেখান থেকে সরে গিয়ে গাড়িটি কিছুটা দূরে পার্ক করেন।পুলিশ জানিয়েছে, কিছুক্ষণ পরে যখন সঞ্জয় ও চেতন বাইকে করে অফিসে ফিরছিলেন, তখন প্রতীক পেছন থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। সঞ্জয় পাথরের ফুটপাতে মাথা আঘাত পেয়ে মারাত্মক জখম হন এবং পরে হাসপাতালে মারা যান। চেতনও গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তদন্তে উঠে এসেছে, ঘটনার সময় প্রতীক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে একটি পার্টি থেকে ফেরার পথে ছিলেন এবং তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গেছে।

সুব্রহ্মণ্যপুরা থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং শিগগিরই আরও তথ্য সামনে আসবে।

বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনায় পূর্ব চম্পারণ সফরে নির্বাচন কমিশনার ড. বিবেক জোশী

মোতিহারি, ১৭ মে: নির্বাচন কমিশনার ড. বিবেক জোশী আজ বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে পূর্ব চম্পারণ জেলার সফরে আসেন। মোতিহারিতে তিনি ইভিএম-এর প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষাপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেন এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন।

সফরের সময় পূর্ব চম্পারণের জেলাশাসক সৌরভ জোরওয়াল ও অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, বিহারের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিনোদ সিং গুঞ্জিয়ালও আলোচনায় অংশ নেন।

শনিবার আগরতলায় বিজেপি সদর কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

গাজায় ইজরায়েলের 'অপারেশন গিডিওনের চ্যারিয়টস' শুরু, যুদ্ধ তীব্রতর; মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সফর ফলহীন

জেরুজালেম/গাজা, ১৮ মে: ইজরায়েলি সেনাবাহিনী 'অপারেশন গিডিওনের চ্যারিয়টস' নামে গাজায় এক বৃহৎ সামরিক অভিযান শুরু করেছে। সেনাবাহিনীর দাবি, এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল গাজায় কৌশলগত এলাকাগুলিকে দখলে নেওয়া, হামাসকে পরাজিত করা এবং জিম্মিদের মুক্ত করা।

ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "গত ২৪ ঘণ্টায় সেনাবাহিনী ১৫০টিরও বেশি সন্ত্রাসবাদী টার্গেটে আঘাত করেছে এবং দক্ষিণ গাজা জুড়ে মোতায়েন হয়েছে। এই অপারেশন গাজা যুদ্ধের লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রথম ধাপ।"

এই ঘটনাগুলির মাঝে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্য সফর শেষ করলেও গাজা যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও কার্যকর সমাধান আনতে ব্যর্থ হন। যদিও তিনি কাতারে অবস্থানকালে বলেন, "আমার গাজার জন্য কিছু ধারণা আছে। এটিকে 'ফ্রিডম জোন' করে তুলতে চাই।"

তিনি আরও বলেন, "অনেক মানুষ ক্ষুধার্ত, আমরা সেটা দেখছি। আমরা এটা সামাল দেব।" তবে ট্রাম্প ইজরায়েল সফর করেননি, যা দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতবিরোধের ইঙ্গিত বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

গাজার সিভিল ডিফেন্স সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবার ইজরায়েলি হামলায় ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গাজা জুড়ে খাদ্য, জ্বালানি, ওষুধ এবং পরিষ্কার জলের তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন গুওঞ্জ ও মানবাধিকার সংগঠন ইজরায়েলের রিলিফ অবরোধ তুলে নিতে আহ্বান জানিয়েছে।

ইজরায়েল অবশ্য দাবি করেছে, এই অবরোধ হামাসকে চাপে রাখার কৌশল, কারণ ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামলার সময় অপহৃত কয়েক ডজন ইজরায়েলি এখনও হামাসের হাতে বন্দি রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু-র কৌশল অনুযায়ী, গাজার মানুষকে দক্ষিণ দিকে সরিয়ে এবং কিছু এলাকা নিজের দখলে রেখে হামাসকে নির্মূল করা হবে। তবে এই পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক মহলে চরম সমালোচনার মুখে পড়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ইজরায়েলের এই অভিযান ও জনসংখ্যাকে স্থায়ীভাবে স্থানচ্যুত করার প্রচেষ্টাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে আখ্যা দিয়েছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, মার্কিন কূটনীতি এখন ইজরায়েলকে বাইপাস করে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সরাসরি চুক্তিতে প্রবেশ করছে। হোথিদের সঙ্গে চুক্তিতে তারা রেড সি-তে মার্কিন জাহাজে হামলা না করার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে, যদিও হোথিরা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে বলেই জানিয়েছে।

অন্যদিকে, হামাস এক ইজরায়েলি-আমেরিকান জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে, যাকে এই কূটনৈতিক চুক্তির অংশ বলেই মনে করা হচ্ছে।

ইজরায়েলের অভ্যন্তরেও যুদ্ধ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। হাজার হাজার রিজার্ভ বাহিনীর সদস্য যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ইজরায়েলি বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সেনা ও অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের একটি দল যুদ্ধ থামিয়ে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া শিবিরের উদ্যোগে দক্ষিণ জেলা প্রশাসন, ২০ মে থেকে শুরু

বিলোনিয়া, ১৭ মে: ছাত্রছাত্রীদের গ্রীষ্মকালীন ছুটিকে ফলপ্রসূ করে তোলার লক্ষ্যে দক্ষিণ জেলা প্রশাসনের এক অভিনব পদক্ষেপ হিসেবে আগামী ২০ মে ২০২৫ থেকে শুরু হতে চলেছে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবির। রাজ্যের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো দক্ষিণ জেলা শাসকের উদ্যোগে জেলায় এই ধরনের ক্রীড়া শিবির আয়োজন করা হচ্ছে।

এই শিবির আয়োজনের মূল লক্ষ্য নেশামুক্ত ও বাল্যবিবাহ প্রথামুক্ত সমাজ গঠন, সেইসঙ্গে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করে তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান। সহযোগিতায় রয়েছে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তর এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদ।

শিবিরটি চলবে আগামী ৭ জুন ২০২৫ পর্যন্ত। দক্ষিণ জেলার অন্তর্গত প্রতিটি ব্লকের আওতাধীন মোট ৫৫টি স্থানে এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি এলাকার যুবক-যুবতীদের চাহিদা ও আগ্রহ অনুসারে বিভিন্ন খেলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

১১ থেকে ১৭ বছর বয়সসীমার যুবক-যুবতীরা এই শিবিরে অংশ নিতে পারবে। তবে কোনো ১১ বছরের কম বয়সী শিশু যদি কোনো খেলায় বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে থাকে, তবে তাকেও সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজাদ পি।

ফুটবল, ভলিবল, কবাডি, খো-খো, ক্রিকেট সহ মোট ১৪টি ইভেন্টে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই শিবিরে। শিবিরে অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীদের মধ্য থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বাছাই করে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ক্রীড়া দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে।

এই উপলক্ষে শনিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজাদ পি ছাড়াও যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা মিহির শীল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা প্রমোদ আচার্য এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমাহর্তা প্রদীপ কে।

জেলা শাসক জানান, এই শিবির কেবল খেলাধুলার চর্চাকেই নয়, বরং যুবসমাজকে সঠিক দিশা দেখানোর অন্যতম মাধ্যম হিসেবেও কাজ করবে।

পিএমকে-তে ফাটল রামদাসের ডাকা ২৩০ নেতার বৈঠকে হাজির মাত্র ১৩ জন

ভিল্লুপুরম, ১৭ মে: পাট্টালি মাক্কাল কাচ্চি (পিএমকে)-র প্রতিষ্ঠাতা ডঃ এস রামদাস শুক্রবার তাঁর থাইলাপুরম ফার্মহাউসে দলের ২৩০ জন জেলা সভাপতি ও সেক্রেটারিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ডেকেছিলেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ১৩ জন, যা দলের অভ্যন্তরীণ সংকটের গভীরতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

৮৫ বছর বয়সী রামদাস যদিও বিষয়টি হালকাভাবে দেখানোর চেষ্টা করেন। তিনি জানান, "অনেকেই ক্লান্ত ছিলেন ১১ মে মামল্লপুরমে হওয়া যুব সম্মেলনের পর। ফোনে জানিয়েছে তাই আসতে পারেনি।" কিন্তু দলের অন্দরের খবর বলছে অন্য কথা।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মামল্লপুরমের সভায় রামদাস প্রকাশ্যে তাঁর ছেলে ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনবুমণি রামদাসকে আক্রমণ করায় অনেক নেতাই অসন্তুষ্ট। তারা মনে করছেন, এটি একটি ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় ছিল, যা প্রকাশ্যে না আনাই উচিত ছিল।

দলীয় এক সিনিয়র নেতা বলেন, "রামদাস যা বললেন তা ঘরের কথা, মঞ্চে বলার মতো ছিল না। এতে অনবুমণিকে হেয় করা হয়েছে এবং দলের মনোবলেও প্রভাব পড়েছে।"

এই বৈঠক ছিল রামদাসের প্রথম বড় পদক্ষেপ অনবুমণিকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে নিজেকে আবার 'প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি' ঘোষণা করার পর। অনবুমণিকে এখন 'কার্যকরী সভাপতি' হিসেবে রাখা হয়েছে। রামদাস বলেন, "তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। হয়তো পথে রয়েছে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনবুমণি বৈঠকে যোগ দেননি।

এই দ্বন্দ্ব শুধু পারিবারিক নয়, রাজনৈতিক কৌশল নিয়েও। অনবুমণি এনডিএ-র সঙ্গে জোট চালিয়ে যেতে আগ্রহী, অপরদিকে রামদাসের ঘনিষ্ঠ মহল জানায়, তিনি ডিএমকে বা এআইএডিএমকে -র সঙ্গে ফের জোটের বিষয় ভাবনা করছেন।

রামদাস যদিও বলছেন, "পিএমকে-তে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। গোষ্ঠী তো সংগীত অনুষ্ঠানে থাকে। সিংহের পা দুর্বল হয়নি, গর্জনও থামেনি।" তিনি আরও ঘোষণা করেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৫০টি আসন জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন। "আমি শিখিয়েছি, কীভাবে শুয়ে থেকেও নির্বাচন জেতা যায়," বলেন তিনি।

তবে বাস্তবে মাত্র ১৩ জন জেলা নেতা উপস্থিত থাকা এবং সাম্প্রতিক বক্তৃতায় রামদাসের অবস্থানকে 'অতিরিক্ত' বলে দলের ভেতরে সমালোচনা শুরু হওয়ায় তাঁর নেতৃত্ব এখন আগের মতো দৃঢ় আছে কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

মার্কিন নাগরিকত্ব পেতে রিয়েলিটি শো ? চমকপ্রদ প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বি

ওয়াশিংটন, ১৭ মে: মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য অভিবাসীদের নিয়ে রিয়েলিটি শো? এমনই একটি "আউট অব দ্য বক্স" প্রস্তাব বর্তমানে খতিয়ে দেখছে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। বিষয়টি নিয়ে তীব্র আলোচনা এবং সমালোচনা শুরু হয়েছে, যদিও বিভাগ জানিয়েছে এখনো কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

এই নতুন ও ব্যতিক্রমী ধারার টিভি শো প্রস্তাবের তথ্য প্রথমে প্রকাশ করে ডেইলি মেইল, এরপর নিউ ইয়র্ক টাইমস ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এ তা বিশদে উঠে আসে। ডিএইচএস মুখপাত্র ট্রিশিয়া ম্যাকলাফলিন জানিয়েছেন, "এই প্রস্তাবটি এখনো অনুমোদিত বা প্রত্যাখ্যাত হয়নি। প্রতিটি প্রস্তাবই নির্দিষ্ট যাচাই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা সৃজনশীল ও নতুন চিন্তাধারার প্রতি উন্মুক্ত। এটি আমেরিকান হওয়ার আনন্দ উদযাপনের একটি প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।"

এই ধারণার পেছনে রয়েছেন কানাডা-জন্মা ৪৯ বছর বয়সী প্রযোজক রব ওয়ারসফ, যিনি ডাক ডাইনেস্টি -এর মতো জনপ্রিয় শো প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজের নাগরিকত্ব পাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর এই ভাবনা এসেছে বলে জানান তিনি।

ওয়ারসফ বলেন, "আমাদের এখন প্রয়োজন একটি জাতীয় আলোচনারআমেরিকান হওয়ার মানে কী, এবং কেন এটি একটি গর্বের বিষয়।" তাঁর মতে, "এটি কোনও হাঙ্গার গেমস টাইপ প্রতিযোগিতা নয়। হেরে গেলে কাউকে দেশছাড়া করা হবে না বা কোনও শাস্তি দেওয়া হবে না।"

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩৬ স্লাইডের একটি প্রেজেন্টেশন ডেকে দেখানো হয়েছে যে, শোটি এক ঘণ্টার একাধিক পর্বে হবে। প্রতিযোগীরা এলিস আইল্যান্ডে এসে শুরু করবেন এবং বিজয়ীকে নাগরিকত্ব প্রদানের মাধ্যমে শো শেষ হবে।

এই প্রস্তাব এমন সময় এসেছে যখন ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে অভিবাসন নীতিতে কঠোর পদক্ষেপ চলছে। অবৈধ অভিবাসী, শরণার্থী, আইনানুগ বাসিন্দা এমনকি মার্কিন নাগরিক সন্তানদের পরিবারগুলিও প্রভাবিত হচ্ছে। এই পটভূমিতে রিয়েলিটি শো-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদান নিয়ে বিতর্ক স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে।

ডিএইচএস জানিয়েছে, প্রতিবারের মতো এবারও এই প্রস্তাবটি নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় খতিয়ে দেখা হবে এবং এখনো এটি সচিব ক্রিস্টি নোয়েমের নজরে আসেনি।

২ জুন কৈলাসহরের উনকোটি কলাক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ১৭ মে : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ২ জুন কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গতকাল কৈলাসহর পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক থেকে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাসকে চেয়ারম্যান করে একটি মূল কমিটি এবং ৮টি উপ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে জেলাভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং নাট্য সংস্থা অংশগ্রহণ করতে পারবে। নাট্যশিল্পীদের বয়স হতে হবে ১৬ বছরের মধ্যে। প্রত্যেকটি নাটকের সময়সীমা হবে ২০ থেকে ৩০ মিনিট। গতকাল অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের কাউন্সিলার মানসী ভট্টাচার্য, কাউন্সিলার সিসিম সিনহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দেব প্রমুখ।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৫৫টি স্থানে ২০মে থেকে ক্রীড়া শিবির

আগরতলা, ১৭ মে : নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন এবং গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করার লক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এই প্রথম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া শিবিরের আয়োজন করা হবে। আগামী ২০ মে থেকে ৭ জুন পর্যন্ত ১৭ দিনব্যাপী দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৮টি ব্লকের ৫৫টি স্থানে এই ক্রীড়া শিবির অনুষ্ঠিত হবে। অনুর্ধ ১৭ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েরা এই ক্রীড়া শিবিরে অংশ নিতে পারবে।

স্কুলের গরমের ছুটি চলাকালীন সময়ে ছেলে মেয়েরা যাতে খেলাধুলায় মন দেয় তার জন্য জেলা প্রশাসন থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাশাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়ের সভাকক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা মহম্মদ সাজ্জাদ পি এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তিনি জানান, দক্ষিণ জেলার প্রায় ১০০০ গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিভা এই গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া শিবির থেকে বাছাই করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৪টি ইভেন্টে এই ক্রীড়া শিবিরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তিনি জানান, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেলা প্রশাসন থেকে ক্রীড়া সামগ্রী দেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা প্রদীপ কে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা প্রমোদ আচার্য, ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের সহ অধিকর্তা মিহির শীল প্রমুখ।

মোহনভোগ ব্লক এলাকার ২৬ জনকে বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যাঙ্ক লোন

আগরতলা, ১৭ মে : বিকল্প কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে গত অর্থবছরে মোহনভোগ ব্লক এলাকায় ২৬ জনকে ব্যাঙ্ক লোন প্রদান করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে ৩ জনকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মোট ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। স্বাবলম্বন প্রকল্পে ৮১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে ২০ জনকে। এরমধ্যে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মোহনভোগ শাখার মাধ্যমে ৯ জনকে, এসবিআই মেলাঘর শাখার মাধ্যমে ৪ জনকে, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মেলাঘর শাখার মাধ্যমে ৩ জনকে, ইউকো ব্যাঙ্কের মেলাঘর ও সোনামুড়া শাখার মাধ্যমে যথাক্রমে ৩ জনকে এবং ১ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ফরমালাইজেশন অব মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজেস প্রকল্পে ৩ জন স্ব-উদ্যোগীকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবসে দেশলাই কাঠি দিয়ে টেলিফোন তৈরী

আগরতলা, ১৭ মে : বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবস উপলক্ষে দেশলাই কাঠি দিয়ে পূর্ব চানমারি এলাকার বিজয় দেবনাথ নিজের হাতে তৈরি করলেন হারিয়ে যাওয়া টেলিফোন। আজ বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবস। এ উপলক্ষে হারিয়ে যাওয়া টেলিফোন নিজের হাতের দেশলাই কাঠি দিয়ে তৈরি করেন এবং সমাজকে একটি বার্তা দিচ্ছেন তিনি হারিয়ে যাওয়ার জিনিসকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য।

পূর্ব চানমারি এলাকার বিজয় দেবনাথ নিজের হাতে দেশলাই কাঠি দিয়ে একটি পুরনো টেলিফোন তৈরি করেন বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন দিবসের দিন।

রাস্তার পাশে লাইট পর্যন্ত রাখা যাচ্ছে না, সবই নিয়ে যাচ্ছে চোরেরা

আগরতলা, ১৭ মে : চোরের জ্বালায় অতিষ্ঠ জম্পুইজলার অমরেন্দ্রনগর এলাকার মানুষ। গতকাল রাতে অমরেন্দ্র নগর বাজারে প্রমোদনগর টাকারজলা রাস্তা পাশে থাকা সোলার লাইটের খুঁটি, সোলার লাইটের ব্যাটারি চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল।চোরের কাছে অসহায় অমরেন্দ্র নগর এলাকার মানুষ।

আজ শনিবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুরো ঘটনা তুলে ধরেন অমরেন্দ্রনগর এলাকার এলাকার অসহায় কৃষক অজুত মিয়া। তবে এক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনগর আউট পোস্টের পুলিশ এলাকায় কোন টহলদারী দেয়নি বলে অভিযোগ করেন।

আরবিআই ঘোষিত

● প্রথম পাতার পর

দায়িত্বগ্রহণের পর স্বাক্ষরযুক্ত নোট জারি করা একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া এবং এটি পুরনো নোটের মান বা বৈধতার উপর কোনও প্রভাব ফেলে না।

নতুন গভর্নরের স্বাক্ষরযুক্ত নোট ছাড়ার মাধ্যমে আইবিআই কেবলমাত্র তার কারিগরি প্রোটোকল বজায় রাখছে, যা মুদ্রানীতির ধারাবাহিকতা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অংশ।

খোয়াই জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক

● আটের পাতার পর

তুঁত চাষির ২৪ একর তুঁত বাগান সংস্কার করে দেওয়া হবে। তিনি জানান, জেলার অন্তর্গত কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই এবং পদ্মবিল ব্লকের ২০ জন তুঁত চাষির প্রত্যেককে একটি করে রিয়ারিং হাউজ করে দেওয়া হবে।

হস্ততাঁত ও হস্তকারু দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জেলার ১৫০০ জন জনজাতি অংশের মহিলাকে ১ কেজি করে সুতা প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এতে কল্যাণপুর ব্লকের ১৭০ জন, খোয়াই ব্লকের ১৭০ জন, তেলিয়ামুড়া ব্লকের ২৫০ জন, পদ্মবিল ব্লকের ৩০০ জন, তুলাশিখর ব্লকের ৩০০ জন এবং মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের ৩১০ জন উপকৃত হয়েছেন।

আগামী ৫ বছরে মাছ

● আটের পাতার পর

আগামী ৫ বছরের মধ্যে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমে স্বয়ম্ভর করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। তথ্য দিয়ে তিনি জানান, ডিমের মাথাপিছু প্রাপ্যতা নিরিখে উত্তর পূর্বে প্রথম স্থানে ত্রিপুরা। আর দুধে দ্বিতীয় স্থানে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ডিমের উৎপাদন ৩৩.৮৫ কোটি টাকা এবং বাৎসরিক মাথাপিছু ডিমের প্রাপ্তি ৮৩টি। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ডিমের উৎপাদন বেড়ে ৩৫.৯৬ কোটি টাকা এবং বাৎসরিক মাথাপিছু ডিমের প্রাপ্তি ৮৭টি হয়েছে। মাংসের ক্ষেত্রে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৫৭.৩৪ মেট্রিক টন ও বাৎসরিক মাথাপিছু প্রাপ্তি ১৪.১০ কেজি। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এটি বেড়ে ৫৯.৭০ মেট্রিক টন ও বাৎসরিক মাথাপিছু প্রাপ্তি হয়েছে ১৪.৩৯ কেজি। দুধের ক্ষেত্রে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রাজ্যে বাৎসরিক উৎপাদন ২৩০.১২ মেট্রিক টন ও মাথাপিছু দৈনিক প্রাপ্তি ১৫৫.০৭ গ্রাম। আর ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪৭.৩১ মেট্রিক টন।

সমবায়ের মাধ্যমেও দুগ্ধ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গুরুত্ব তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সমবায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯ লক্ষ মানুষ যুক্ত থেকে বিভিন্ন সুফল পাচ্ছেন। এই সরকার মহিলাদের স্বশক্তিকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ত্রিপুরায় এখন লাখপতি দিদির সংখ্যা ৯১,৮৭১ জন। প্রাণীজ প্রোটিনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাণী সম্পদ খাতে স্বয়ম্ভরতা বৃদ্ধির জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য কৃত্রিম প্রজনন, উন্নত প্রজননের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। স্ত্রী বাছুরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে দুধ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ যোজনায় ৬,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এতে ৮,০০৬টি পরিবার উপকৃত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রফেসর এস পি সিং বাঘেল, রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, গোমতী ডেয়ারির চেয়ারম্যান রতন ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

পৃথক অগ্নিকান্ডে

● প্রথম পাতার পর

ইঞ্জিনের জল শেষ হওয়ার পর পাশে থাকা একটি পুকুর থেকে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণে বাজারের একাংশ দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক ধারণা দমকলকর্মীর। ওই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। দোকানের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা।

ব্লাইন্ড অ্যাসো'র ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

প্রতিনিধি দল দফতরের অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি তুলে দেন।

দাবি সনদ প্রধানকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের সম্পাদক মিঠুন শাখা বলেন, গত বেশ কয়েক বছর ধরেই স্পেশাল ড্রাইভের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের শূন্য পদ পূরণ করা হচ্ছে না। অবিলম্বে স্পেশাল ড্রাইভ এর মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের শূন্য পদ পূরণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের ভাতা ২০০০ টাকা থেকে বাড়ি এ ৫ হাজার টাকা করার দাবি জানানো হয়। দৃষ্টিহীনদের পড়াশোনা করার জন্য রাজ্যে অবিলম্বে একটি ব্রেইল প্রেস স্থাপনের জোরালো দাবী জানিয়েছে সংগঠন। সংগঠনের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে রাজ্যে কোন ব্রেইল প্রেশ না থাকার ফলে দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গের ব্রেইল প্রেস এর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

তাতে সময় মত বই না পাওয়ার ফলে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রীদের। কেন্দ্রীয় সরকারের হারে রাজ্যের দৃষ্টিহীন সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ ভাতা ছয় হাজার টাকা করে প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।

শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ ও

● প্রথম পাতার পর

কি-তে মিল না থাকার অভিযোগও তুলেছেন তারা। এমন পরিস্থিতিতে পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

প্রশ্নপত্রে এবং টিআরবিটি প্রদত্ত উত্তরে যেসব ভুল হয়েছে, তা নিয়ে টেট-১ এবং টেট-২ এর বিষয় শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাতের দাবি জানায় প্রতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীরা। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এমন ভুল না ঘটে, তার জন্য টিআরবিটি যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেএই দাবি তোলেন তারা।

প্রতিনিধি দল তাদের দাবিগুলো চেয়ারম্যানের হাতে তুলে দেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস পান বলে জানিয়েছেন। আন্দোলনকারী পরীক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, দাবি পূরণ না হলে তারা আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন।

বীরচন্দ্র মনুতে বাইক ও ট্রাকের

● প্রথম পাতার পর

বাহিনীর কর্মীরা।

বীরচন্দ্র মনু থেকে বিলোনীয়া যাতায়তের রাস্তার মুখে সঠিকভাবে ট্রাফিক ব্যাবস্থা না থাকার ফলে প্রতিনিয়ত এইভাবে দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় মনপাথর ফাঁড়ী থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু দুটি বলদের

● প্রথম পাতার পর

মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে প্রবল বজ্রপাত। এক বজ্রাঘাতেই মাঠেই লুটিয়ে পড়ে বলদ দুটি।

এই আকস্মিক ঘটনায় বিমল মজুমদার মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। তিনি জানান, এই দুটি বলদ ছিল তার হালচাষের একমাত্র ভরসা ও সংসারের আয়ের মূল অবলম্বন। বলদ দুটির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বলে তিনি দাবি করেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ঋষ্যমুখ মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি নকুল পাল। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে আশ্বাস দেন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তর ও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে যত দ্রুত সম্ভব আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রাহক ঠকানোর দায়ে

● প্রথম পাতার পর

আদেশ দিয়েছিল। ওই আদেশের প্রেক্ষিতে গত ১ মে সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কমিশনের কাছে ১৫ দিনের সময় চেয়ে আবেদন জানান ধীরাজ সাহা ও নিরঞ্জন পোদ্দার। সে মোতাবেক ১৬ মে তাঁদের কমিশনে হাজির হয়ে সমস্ত টাকা ছন্দা কর্মকারকে বুঝিয়ে দেবেন স্থির হয়েছিল। কিন্ত, তাঁরা কেউই কমিশনে হাজির হননি। তার বদলে এক আইনজীবি-কে কমিশনে পাঠিয়ে আরও সময় চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু, ওই আইনজীবি তাঁদের পক্ষে ওকালতনামা জমা দেননি। ফলে, কমিশন তাঁকে ধীরাজ সাহা ও নিরঞ্জন পোদ্দারের আইনজীবি হিসেবে মেনে নেয়নি। তার বদলে আদালত অবমাননার দায়ে ধীরাজ সাহা এবং নিরঞ্জন পোদ্দারকে তিন বছরের কারাদন্ডের আদেশ দেয় কমিশন। শুধু তাই নয়, পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারকে তাদের গ্রেফতারি সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম, ভোক্তা আদালতে অপরাধীর কারাবাসের সাজা হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

গুয়াহাটিতে রাইজিং কাপ ক্রিকেটে ত্রিপুরা আজ সিকিমের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লক্ষ্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রবিবার মাঠে নামছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ সিকিম। গুয়াহাটির এনেক্সা ক্রিকেট একাডেমি মাঠে হবে ম্যাচটি। প্রথমবর্ষ পূর্বোত্তর লিটিল মাস্টার অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেটে। ইতিমধ্যে দু-দল দুটি করে ম্যাচ খেলে নিয়েছে। প্রথম দুটি ম্যাচে জয়লাভ করে ত্রিপুরা এক ম্যাচে আগেই সেমিফাইনালের টিকিট কেটে নিয়েছিল। অপরদিকে সিকিম দুই ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচে জয়লাভ করেছে। ফলে ম্যাচটি ত্রিপুরা থেকে সিকিমের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপরও ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা সিকিম ম্যাচকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের লক্ষ্য গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে জয়লাভ করে সেমিফাইনালের আগে মনোবল বাড়িয়ে নেওয়া। শনিবার বিশ্রাম দেওয়া হয় ক্রিকেটারদের। বিশ্রাম দেওয়া হলেও এই দিন বিকেলে ক্রিকেটারদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন কোচ দেবব্রত চৌধুরী এবং ম্যানেজার পার্থ চৌধুরী। কোনওরকম ভাবেই ম্যাচকে হালকাভাবে না নিতে ক্রিকেটারদের পরামর্শ দেন কোচ এবং ম্যানেজার। পরে গুয়াহাটি থেকে টেলিফোনে ত্রিপুরার কোচ দেবব্রত চৌধুরী বলেন, আজ সিকিম জয় করতে পারলেই মেয়েদের মনোবল অনেক গুণ বেড়ে যাবে সেমিফাইনালে মাঠে নামার আগে। তাই আমাদের লক্ষ্য গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ চারের ছাড়পত্র অর্জন করা। বিশ্বাস করি প্রথম দুই ম্যাচের মেয়েরা যে খেলা খেলেছে তা যদি বজায় থাকে তাহলে সিকিম জয় করবই আমরা। তবে মেয়েদের বারবার বলা হচ্ছে কোনরকম আত্মতুষ্টিতে যাতে না ভোগে। মেয়েরাও নিজেদের সেরাটা মাঠে নিংড়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

জে সি লীগ : লিড নিয়ে শতদলের বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট পেলো জেসিসি

জে সি সি - ১৮৮ত ২৩৫/৬ শতদল সংঘ - ১৭৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিতভাবে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলো জে সি সি এবং শতদল সংঘের ম্যাচ। তবে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে ৩ পয়েন্ট পেলো জে সি সি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেট আসরে। দ্বিতীয় দিনের শেষে রোমাঞ্চকর অবস্থায় ছিল ম্যাচটি। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যার পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টির ফলে এদিন নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে খেলা শুরু হয়। ফলে সুযোগ কমে যায় দু-দলের কাছে সরাসরি জয় পাওয়ার। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে জে সি সি-র ১৮৮ রানের জবাবে শতদল সংঘ প্রথম ইনিংসে ১৭৭ রান করেছিল। ১১ রানে এগিয়ে থেকে জে সি সি ম্যাচের শেষ বল পর্য্যন্ত ছয় উইকেটে হারিয়ে ২৩৫ রান করে। দ্বিতীয় দিনের চার উইকেটে ১৬৯ রান নিয়ে খেলতে নেমে শনিবার আরও ৬৬ রান যোগ করে। দলের পক্ষে দুর্লভ রায় ৪৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৩৩ রানে এবং বিক্রম দেবনাথ ৪৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে তন্ময় দাস ১৬১ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৪, আনন্দ ভৌমিক ৯১ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৫০, জয়দীপ বণিক ৫২ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ এবং সন্দীপ সরকার ১৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। শত দল সংঘের পক্ষে চিরঞ্জিত পাল ৪৫ রানে তিনটি এবং ভিকি সাহা ৫৩ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকা সুবাদে ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পেলো জে সি সি।

চিন্নাস্বামীতে আরসিবি'র মুখোমুখি কেকেআর, বিরাট উন্মাদনায় আজ ফিরছে আইপিএল

বেঙ্গালুরু: ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষ বিরতির পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার শুরু হচ্ছে আইপিএল। ক্রোড়পতি লিগে এদিন চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি কলকাতা নাইট রাইডার্স। আর সেই আসরে ক্রিকেটপ্রেমীদের আবেগের কেন্দ্রে বিরাট কোহলি। সদ্য টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া মহাতারকার জন্য সাদা জার্সি পরেও গ্যালারি ভরাতে পারেন ভক্তরা। কুড়ি ওভারের ঘরানাতেই টেস্টের অক্লান্ত সেবককে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানোর ভাবনা আর কী!

অজিঙ্কা রাহানে বাহিনীর অবশ্য আবেগে গা ভাসানোর অবসর নেই। কেকেআরের সামনে নিষ্ঠুর বাস্তব। ১২ ম্যাচে পকেটে ১১ পয়েন্ট, অবস্থান পয়েন্ট তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে। পরাজয় মানেই প্লে-অফের দরজা মুখের উপর বন্ধ হওয়া। জিতলেও অবশ্য প্লে-অফ নিশ্চিত নয়। কিন্তু ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকু অন্তত বেঁচে থাকবে। হারলে অবশ্য গতবারের চ্যাম্পিয়নদের অভিযানে পড়বে দাঁড়ি। আর তাই মরিয়া নাইট শিবির। কিন্তু দিন দশেকের বিরতির পর পুরনো তাগিদ কতটা ফিরবে তা নিয়ে সংশয় থাকছে।আরসিবি অবশ্য প্লে-অফের গন্ধ পাচ্ছে। এমনিতেই আইপিএলের ১৮তম মরশুম আর কোহলির পিঠে ১৮ লেখা জার্সি জড়িয়ে এবার 'অধরা মাধুরী' ট্রফি হাতে তোলার স্বপ্ন দেখছেন সমর্থকরা। এত বছরে একবারও আইপিএলে জেতেননি কোহলিরা। এবার আরসিবি রয়েছেও ছন্দে। ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্টে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রজত পাতিদারের দল। আর একটা জয় মানেই প্রথম চার দলের মধ্যে নিশ্চিত জায়গা করে নেওয়া। সেক্ষেত্রে প্রথম দুটো দলের মধ্যেও থাকতে পারেন ভুবনেশ্বর কুমার, ক্রুণাল পান্ডিয়ারা। শেষ চারটি ম্যাচ জেতায় এমনিতেও আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। তার উপর কোহলির টেস্টকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত আরও একসূত্রে বেঁধেছে। ভিকে'র হাতে ট্রফি তুলে দিতে একজোট সতীর্থরা। তিনি নিজেও এই মরশুমে রানের মধ্যে রয়েছেন। ১১ ইনিংসে ৫০৫ রানে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়েও আছেন ভিকে।ক্যাপ্টেন পাতিদারের আঙুলের চোট নিয়ে সংশয়ও আর নেই। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে হোম ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নেটে পাতিদারের ব্যাটিং সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ বিদেশিও চলে এসেছেন। ফিল সল্ট, টিম ডেভিড, লিয়াম লিভিংস্টোন, রোমারিও শেফার্ড, লুঙ্গি এনগিডির মধ্যে চারজন খেলবেন। চোটের জন্য দেবদূত পাদিক্কাল অবশ্য ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। জশ হ্যাজলউডের কাঁধের চোট নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশা রয়েছে। কলকাতার অবশ্য ব্যাটিং নিয়েই দুশ্চিন্তা। অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানেই একমাত্র ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন। কিন্তু ১১ ইনিংসে তিনিও ৩৭৫ রানের বেশি করেননি। নাইটদের আর কেউ তিনশো পেরোননি। অঙ্গকৃষ রঘুবংশী (২৮৬), সুনীল নারিন (২১৫), রিঙ্কু সিং (১৯৭), আন্দ্রে রাসেল (১৬৭) বিক্ষিপ্ত লগ্নে জ্বলে উঠেছেন। ২৩.৭৫ কোটির বেঙ্কটেশ আয়ার অবশ্য একেবারে ব্যর্থ।ইডেনে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে কলকাতার শেষ ম্যাচে তিনি খেলেননওনি। পরিবর্তে খেলানো হয়েছিল মণীশ পাণ্ডেকে। বেঙ্গালুরুরই ক্রিকেটার তিনি। ফলে কন্ডিশনের সঙ্গে পরিচিত। কলকাতা অবশ্য পাচ্ছে না মঈন আলিকে। ভাইরাল জ্বরের জন্য তিনি নেই। অবশ্য মঈনের উপস্থিতিতেই মহেন্দ্র সিং ধোনির দলের কাছে হেরেছিল নাইটরা। আসলে জেতার জন্য রাহানেকে তাকিয়ে থাকতে হবে সেই সুনীল নারিন ও বরুণ চক্রবর্তীর দিকে। সেজন্যই, নারিন-বরুণ বনাম বিরাট, উপভোগ্য লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে ক্রিকেট মহল। তবে এই ম্যাচে বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। যদি বৃষ্টিতে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়, তাহলেও আইপিএল থেকে বিদায় নেবে বেগুনি জার্সিধারীরা।

'নির্বাচনের আগে সমর্থকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা', মোহনবাগানের বর্তমান সচিবের 'মিথ্যাচারে'র কড়া জবাব সৃঞ্জয়ের

মোহনবাগান নির্বাচনের আগে প্রবল মিথ্যাচার সচিব দেবাশিস দত্তের। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর খবরের ভুল ব্যাখ্যা করে নির্বাচনে সভ্য-সমর্থকদের বিভ্রান্ত করছেন বর্তমান সচিব। এমনকী সংবাদ প্রতিদিনকে আইনি নোটিসও পাঠিয়েছেন তিনি। তীব্র ভাষায় বর্তমান সচিবের সেই মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন প্রাক্তন সচিব তথা 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর প্রধান সম্পাদক সৃঞ্জয় বোস। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি ধরিয়ে দিলেন কীভাবে বর্তমান সচিব সমর্থকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।গত ১৫ মে, বাংলার একটি সংবাদপত্রে মোহনবাগানের নির্বাচনের সঙ্গে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের 'গৃহযুদ্ধ' নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে ১৬ মে, অর্থাৎ শুক্রবার 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ পরিষ্কার লেখা হয়, এই 'গৃহযুদ্ধে'র দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। লেখা হয়েছে, 'তৃণমূল কংগ্রেস একটি আলাদা দল, তাঁদের অনেকেই মোহনবাগানে যুক্ত, আবার মোহনবাগানে অন্যান্য মতামতের ব্যক্তিরাও স্বাভাবিকভাবেই থাকেন। এই ভোটের সঙ্গে তৃণমূলের গৃহযুদ্ধের কোনও সম্পর্ক নেই। এই সময়ের একটি দৈনিক তাদের ইচ্ছাটি খবরের মোড়কে ভাসিয়ে দিতে চাইছে। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির রসায়ন নেই। কোন নেতা কোন শিবিরের সভায় থাকলেন, তার থেকে তৃণমূলের দলীয় বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা।'কিন্তু শুক্রবার বিকেলে মোহনবাগান ক্লাবে বর্তমান সচিব নিশানা করেন শুধুমাত্র 'সংবাদ প্রতিদিন'কেই। এমনকী এই জন্য তিনি 'সংবাদ প্রতিদিন'কে আইনি নোটিসও পাঠিয়েছেন। তাঁর দাবি, উক্ত পত্রিকাই নাকি মোহনবাগানের নির্বাচন ঘিরে শাসক দলের দ্বন্দ্বের কথা বলছে। যা আদতে মিথ্যাচার। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন করে সৃঞ্জয় বোস 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর লেখাটি পাঠ করেন। তিনি বর্তমান সচিবকে পালটা দিয়ে বলেন, "উনি গুলিয়ে ফেলেছেন কোন বাংলা কাগজে কী বেরিয়েছে। অন্য সময় হলে হয়তো এই ভুল হত না। আসলে এখন তো নির্বাচনের চাপ রয়েছে, তাই জন্য হয়তো এই ভুল করে ফেলেছেন। তাঁর আরও বক্তব্য, "উনি যেভাবে আমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন, তা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এর আগেও তো 'সংবাদ প্রতিদিন'কে খবর করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আর আজ যখন তাঁর ভুল ধরা হচ্ছে, তখন সেই সংবাদ প্রতিদিন, সেই সৃঞ্জয় বোস আজ খারাপ হয়ে গেল? এটা তো হতে পারে না।" আরও একটি বিষয় তুলে ধরেছেন সৃঞ্জয় বোস। তিনি বলেন, "উনি ইচ্ছা করে আমার পরিবারের মধ্যে ঢুকতে চাইছেন। এই পাপ কিন্তু ওঁকে ছাড়বে না। আজ পত্রিকায় যে লেখাটি বেরিয়েছে, সেটা সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব। এর সঙ্গে অন্য কোনও ঘটনার যোগাযোগ নেই। এই যে উনি অন্যের পরিবারে ঢুকে ভাই-ভাইয়ে বিবাদ বাঁধানোর পাপ কাজটি করছেন, এই পাপ কিন্তু ওঁকে ছাড়বে না। এটা যেন মনে রাখেন।" উল্লেখ্য, এর আগে দেবাশিস দত্তের নাম না করে টুটু বোসও বলেছিলেন, ক্লাবের নির্বাচনকে ঘিরে তাঁর পরিবারেও ফাটল ধরানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে অপচেষ্টা কোনওদিন সফল হবে না।

'পরিশ্রমের ফল, ভারত গর্বিত', নীরজের ৯০ মিটার থ্রোয়ের স্বপ্নপূরণে উচ্ছ্বসিত মোদি

বহু বছরের তপস্যার ফল পেলেন নীরজ চোপড়া। প্রথম ভারতীয় হিসেবে ৯০ মিটারের বেশি জ্যাভলিন ছুড়লেন ভারতের সোনার ছেলে। গোটা দেশ তাঁর জন্য গর্বিত। উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। নীরজকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি মনে করিয়ে দিলেন পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।তিল তিল করে স্বপ্নটা বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখেছিলেন নীরজ। একদিনে হয়নি, কিন্তু একদিন ঠিক হল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ৯০ মিটারের দুর্ভেদ্য মাইলফলক অবশেষে টপকে গেলেন নীরজ চোপড়া। শুক্রবার দোহায় ডায়মন্ড লিগে প্রথম স্থান দখল করতে না পারলেও ব্যক্তিগত লক্ষ্যে অনায়াসে পৌঁছে গেলেন দেশের সোনার ছেলে। নীরজ আরও একবার ভারতীয়দের বুক গর্বে চওড়া করলেন। কবে তিনি ৯০ মিটার পার করেন, সেদিকেই তাকিয়ে ছিল গোটা দেশ।সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। নীরজের প্রশংসায় মুখর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, 'এক অসাধারণ কৃতিত্ব। দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯০ মিটার পার করে নিজের কেরিয়ারের সেরা থ্রো করল নীরজ চোপড়া। তার জন্য ওকে অভিনন্দন জানাই। ধারাবাহিক একাগ্রতা, শৃঙ্খলা ও আবেগের ফসল এই সাফল্য।ভারত উচ্ছ্বসিত ও গর্বিত। তবে ৯০ মিটার পার করেও দোহায় চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি নীরজ। শুক্রবার নিজের তৃতীয় চেষ্টায় ৯০.২৩ মিটার থ্রো করেন নীরজ। অলিম্পিকে সোনা জিতলেও এতদিন ব্যক্তিগত লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থই হচ্ছিলেন তিনি। ২০২২ সালে স্টকহোম ডায়মন্ড লিগে নিজের কেরিয়ারের সেরা ৮৯.৯৪ মিটার থ্রো করেছিলেন তিনি। অবশেষে নতুন কোচ জ্যান জেলেজনির তত্ত্বাবধানে অবশেষে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। তবে জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবের তাঁকে পিছনে ফেলে সেরা হয়ে যান। ৯১.০৬ মিটার থ্রো করেন তিনি।

স্টার্ককে পাচ্ছে না দিল্লি, আসছেন মুস্তাফিজুর

এক সপ্তাহ বিরতির পর শনিবার ফের আইপিএলের বাইশ গজে বল গড়াবে। এই মুহূর্তে লিগ পর্বের ক্লাইম্যাক্সে দাঁড়িয়ে এই প্রতিযোগিতা। বাকি ১২টি ম্যাচেই প্লে-অফের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। এমন পরিস্থিতিতে বেকায়দায় দিল্লি ক্যাপিটালস। লিগের বাকি ম্যাচ খেলার জন্য ভারতে আসবেন না বলেই জানিয়ে দিয়েছেন মিচেল স্টার্ক, যা রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে বড় ধাক্কা। কারণ চলতি মরশুমে দিল্লির হয়ে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী এই অজি পেসার। শুধু স্টার্কই নয়, পরিবর্ত ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়েও কাঁটা বিধে রইল দিল্লি ম্যানেজমেন্টের গলায়। কারণ, গ্রুপ পর্বের ম্যাচের জন্যই ভারতে খেলতে আসার ছাড়পত্র পেয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে বেশ অস্বস্তিতে দিল্লি ক্যাপিটালস। এই মুহূর্তে ১১ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে পঞ্চম স্থানে রয়েছে দিল্লি। চতুর্থ স্থানে থাকা মুম্বইয়ের থেকে মাত্র এক পয়েন্ট পিছনে তারা। বাকি রয়েছে তিনটি খেলা। এই তিন ম্যাচেই বাঁ হাতি অজি পেসারকে পাচ্ছে না ম্যানেজমেন্ট। ১১ জুন থেকে লিডসে হবে ডব্লুটিসি ফাইনাল। সেখানে অস্ট্রেলিয়া দলের হয়ে নামবেন স্টার্ক। তার প্রস্তুতি নিতেই সাদা বলের ক্রিকেট খেলতে ভারতে আসতে চান না তিনি। তবে তাঁর টাকা কাটা হতে পারে। চলতি মরশুমের নিলামে ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অজি পেসারকে দলে নিয়েছিল

যোগেশ চক্রবর্তীর স্মৃতি লীগ ক্রিকেটে ফ্রেন্ডস থেকে ৩ পয়েন্ট কেড়ে নিলো স্ফুলিঙ্গ

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস - ৩৬০ স্ফূলিঙ্গ - ৫৪০/৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত ভাবেই অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং স্ফূলিঙ্গ ম্যাচ। তবে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে মোক্ষম ৩ পয়েন্ট পেলো স্ফূলিঙ্গ ক্লাব। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লীগ ক্রিকেট আসরে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের গড়া ৩৬০ রানের জবাবে স্ফূলিঙ্গ ক্লাব ৭ উইকেট হারিয়ে ৫৪০ রান করে। শ্রীদাম পালের পর শতরান করতে ভুল করেননি শুভম ঘোষ এবং শংকর পাল। দ্বিতীয় দিনের ৪ উইকেটে ৩১২ রান নিয়ে খেলতে নেমে এদিন শুরুতেই শ্রীদাম পালকে হারায় স্ফূলিঙ্গ ক্লাব। আউট হওয়ার আগে শ্রীদাম ৯৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১৪ রান করেন। এই অবস্থায় শুভম ঘোষের সঙ্গে রুখে দাড়ান লিয়েনে খেলতে আসা শংকর পাল। এই দুজন কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। সপ্তম উইকেটে দু-জন ২৪১ বল খেলে যোগ করেন ১৯৮ রান। শুভম ১৭০ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২৪ রান করে আউট হলেও অপরাজিত থেকে যান শংকর। দুই অধিনায়কের সম্মতিক্রমে খেলা যখন অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় তখন স্ফূলিঙ্গ ক্লাব ১১০.১ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৫৪০ রান করে। শংকর ১১৮ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০১ রানে অপরাজিত থেকে যান। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৯ রান। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে অংকিত প্রতাপ সিং পাঁচ রানে এবং সৌরভ সরকার ১০২ রানের দুটি করে উইকেট দখল করেন।

আইপিএল ফিরছে বিরতির পর, আবার কলকাতা-বেঙ্গালুরু লড়াই দিয়ে শুরু, জিততে না পারলেই বিদায় কেকেআরের

আইপিএলের প্রথম ম্যাচ হয়েছিল ইডেন গার্ডেন্সে। গত বারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের জন্য বন্ধ থাকার পর শনিবার আইপিএল শুরু হচ্ছে সেই কলকাতা-বেঙ্গালুরু লড়াই দিয়েই। এ বার ম্যাচ বেঙ্গালুরুর ২২ গজে।ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের কারণে গত ৮ মে মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল ধর্মশালায় পঞ্জাব কিংস এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ। পাকিস্তানের হামলার আশঙ্কায় ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয় স্টেডিয়াম। এর পর ৯ মে এক সপ্তাহের জন্য আইপিএল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। দু'পক্ষের সংঘর্ষবিরতিতে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার পর আবার আইপিএল শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে প্রতিযোগিতার নতুন সূচি। দ্বিতীয় দফাতেও প্রথম মাঠে নামবেন বিরাট কোহলি। মাঠে নামবে গত বারের চ্যাম্পিয়নেরা।এ বার আইপিএলের ১৮তম বছর। কোহলির জার্সি নম্বরও ১৮। এই দু'টি বিষয়কে মিলিয়ে প্রথম থেকেই চলছে প্রচার। প্রতিযোগিতার সম্প্রচারকারী সংস্থার এ হেন প্রচার নানা জল্পনা তৈরি করেছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। দ্বিতীয় দফার সূচি সেই প্রচারকেই আরও শক্তিশালী করল বলে মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ। তবে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর আবার প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে, এটাই আসল। বিসিসিআই কর্তাদের আশ্বাসে অধিকাংশ বিদেশি ক্রিকেটারও ফিরে আসতে রাজি হয়েছেন। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আর কোনও দেশের ক্রিকেট বোর্ড বেশি দিনের জন্য ক্রিকেটার ছাড়তে আপত্তি করেনি। বিসিসিআই কর্তারা কথা বলে দক্ষিণ আফ্রিকার সুরও খানিকটা নরম করতে পেরেছেন। তবু কয়েক জন বিদেশি ক্রিকেটার এই পরিস্থিতিতে ভারতে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেমন কেকেআরের মইন আলি আর খেলবেন না। চোটের জন্য সরে দাঁড়িয়েছেন আরসিবির জস হেজলউডও। তবু আইপিএলের ক্রিকেটীয় আকর্ষণ কমবে না বলে মনে করা হচ্ছে।ক্রিকেটীয় আকর্ষণ অটুট রেখে আইপিএল শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় অংশ হতে পারে বিনোদনহীন। চিয়ার লিডার, ডিজে এবং গান বাজানোর আয়োজন না-ও থাকতে পারে। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। সামরিক সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন ভারতের পাঁচ জওয়ান। স্বভাবতই দেশ জুড়ে শোকের আবহ এখনও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বজনহারাদের আবেগকে সম্মান জানাতে আইপিএলের বাকি অংশ বিনোদনহীন হতে পারে। জোরদার করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নির্বিঘ্নে আইপিএল শেষ করতে মরিয়া বিসিসিআই কর্তারা শনিবার সন্ধ্যায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বেঙ্গালুরুতে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস চাপ বাড়িয়েছে অজিঙ্ক রাহানেদের। প্লে-অফের আশা জিইয়ে রাখতে হলে শনিবার জিততেই হবে কেকেআরকে। অন্য দিকে, রাহানেদের হারালেই প্লে-অফে জায়গা পাকা করে ফেলবে বেঙ্গালুরু। তাই দু'দলের সমর্থকদেরই আগ্রহ রয়েছে আইপিএলের ৫৮তম ম্যাচ নিয়ে।

এভারেস্ট অভিযাত্রীর মৃত্যুর মাঝেও স্বস্তি ! পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করে ফিরলেন বর্ধমানের সৌমেন

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের রেকর্ড গড়লেন আরেক বাঙালি অভিযাত্রী, বর্ধমানের সৌমেন সরকার। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৫ মে সৌমেন-সহ ৮ জনের দলটি এভারেস্টের চূড়ায় বিজয় পতাকা উড়িয়েছেন। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আরোহণের পর ধীরে ধীরে অবরোহণ করে সদ্য এসে পৌঁছেছেন সমতলে। '৮ কে এক্সপেডিশন' সংস্থা এই অভিযানের আয়োজন করেছিল। মোট ৫৬ দিনের এই অভিযানে মাউন্ট এভারেস্ট অভিযান সম্পূর্ণ করেছে দলটি।সংস্থার তরফে সামাজিক বার্তায় এভারেস্ট জয়ের এই সুখবর জানানো হয়েছে। পেশায় রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের সহকারী বাস্তুকার সৌমেন সরকার। থাকেন বর্ধমান শহরের রানিসায়র পূর্ব পাড় এলাকায়। '৮ কে এক্সপেডিশন' সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছেছিল আটজনের অভিযাত্রীদল। এই দলে সৌমেন ছাড়াও রয়েছেন বাফা মুসায়েবা, জুলিয়া লিউবোভা, চেন জেনজুয়ান, লাকপা শেরপা, দাওয়া শেরপা, দাওয়া তেনজেন শেরপা ও মিঙ্গমা দর্জি তামাং। লাকপা শেরপা জানান, প্রবল ঝোড়ো হাওয়া ও অন্যান্য প্রতিকূলতাকে জয় করে লক্ষ্যে পৌঁছেছেন এই অভিযাত্রী দলের সদস্যরা। ভারত ছাড়াও এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন চিন, আমেরিকা-সহ অন্যান্য দেশের পর্বতারোহীরা। মোট চারজন শেরপা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে।শুক্রবার সকালেই আরেক বাঙালি, রানাঘাটের সুব্রত ঘোষ এভারেস্ট জয়ের পর নামার পথে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পড়েছেন। সেই দুঃসংবাদ পেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন বর্ধমানের সৌমেনের শুভানুধ্যায়ীরা। তবে শুক্রবার সন্ধ্যায় সেই চিন্তা কেটেছে। সৌমেনের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁর স্ত্রী তনুশ্রী মণ্ডল। বাড়িতে সৌমেনের স্ত্রী ও মেয়ে তেজস্বী মণ্ডল থাকেন। সৌমেনবাবুর স্ত্রী বর্ধমান হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। স্বামীর সাফল্যের খবর পেয়ে তনুশ্রী বলেন, "শুক্রবার সন্ধ্যায় ফোনে কথা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে এভারেস্ট সামিট হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। এক সপ্তাহ আগে একবার কথা হয়েছিল। তখন বেস ক্যাম্প থেকে ওঠা শুরু করেছিল বলে জানিয়েছিল। তারপর আর কোনও যোগাযোগ করা যায়নি। এরপর বেস ক্যাম্পে ফিরে এলে যোগাযোগ করা যাবে।" তিনি জানাচ্ছেন, যতক্ষণ না বেস ক্যাম্পে ফিরে আসছে। ততক্ষণ চিন্তা থাকবে। এর আগেও অনেক অভিযানে গিয়েছে। তনুশ্রীদেবী বলেন, "ওঁর (সৌমেন) এভারেস্ট জয় স্বপ্ন ছিল। সেটা সফল হয়েছে শুনে ভালো লাগছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রত্নবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বামুটিয়ায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডেয়ারি ইউনিট-২এর উদ্বোধন

আগামী ৫ বছরে মাছ, মাংস, দুধ, ডিমে রাজ্যকে স্বয়ম্ভরের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।। আগামী ৫ বছরের মধ্যে রাজ্যকে মাছ, মাংস, দুধ, ডিমে স্বয়ম্ভর করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। এজন্য প্রাণী সম্পদ দপ্তরের টিম কাজ করছে। কৃষি, উদ্যানজাত ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি প্রাণী সম্পদে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। গ্রামীণ এলাকার প্রাণী পালকদের আর্থিকভাবে উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংয়ের উপস্থিতিতে আজ বামুটিয়ায় ৪০ হাজার লিটার দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ ও উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ডেয়ারি ইউনিট-২ এর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট এর অধীনে এই দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য একটা আনন্দের দিন। বামুটিয়ায় যুক্ত হলো আরো একটি পালক। আমি এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে খোঁজখবর নিয়েছি। টিম ওয়ার্ক না করলে এধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এজন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর ও সমবায় দপ্তর সমন্বয়ের সঙ্গে কাজ করেছে।

আগামীদিনে কৃষক ও গোপালকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। আজ এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং উপস্থিত হওয়ায় আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বিভিন্নভাবে আমাদের সহায়তা করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ডেয়ারি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকার জমি দিয়েছে। প্রকল্পের মোট মূল্য ২২ কোটি টাকা। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯.৪১ কোটি টাকা ও রাজ্য সরকার ২.৬০ কোটি টাকা দিয়েছে। ইন্দ্রনগরে এমন একটি প্রকল্প রয়েছে। আজকের এটি দুই নম্বর ইউনিট। এই ইউনিট চালুর মাধ্যমে পশ্চিম জেলা, খোয়াই জেলা, সিপাহীজলা জেলা, গোমতী জেলা ও দক্ষিণ জেলার মানুষ উপকৃত হবেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদিত হবে। যারমধ্যে দুধ, দই, পনির, লস্যি, আইসক্রিম ইত্যাদি থাকবে। ডাঃ সাহা বলেন, গ্রামীণ এলাকায় আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন খুবই দরকার। এজন্য সমবায় ক্ষেত্র ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে। এই দুটো ক্ষেত্রকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলে ত্রিপুরা আরো শক্তিশালী হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দুগ্ধ উৎপাদক থেকে শুরু করে গ্রাহকদের সরবরাহ পরিকাঠামো উন্নতমানের করতে হবে। সেই সঙ্গে গুণগত মান বজায় রেখে মানুষের কাছে সরবরাহ করতে হবে। বিপণনের ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কর্মী ও কর্মকর্তাদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রাম ভিত্তিক দুধ সংগ্রহ করার জন্যও জোর দিতে হবে। প্রাণী পালকদের উৎসাহিত করতে হবে। বিক্রি বাড়লে তারাও আর্থিকভাবে লাভবান হবে। আজ যে ডেয়ারি ইউনিট চালু হয়েছে এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে রক্তের সংকট নিরসনে উদ্যোগী চন্দ্রপুরে ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সংঘ

আগরতলা, ১৭ই মে: ত্রিপুরা রাজ্যে রক্তের সংকট নিরসনে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সংঘ। শনিবার চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে সংঘের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে সংঘের সদস্য সহ একাধিক রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

সংঘের সদস্যরা জানান, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে রক্তের চাহিদা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। এমনকি রাজধানী আগরতলাতেও সম্প্রতি রক্তের সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই রক্তদানের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং রক্ত সংকট নিরসনে এ ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবেই এই প্রয়াস বলে জানিয়েছেন তারা।

ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ হোলকারের জন্মদিবস ঘিরে বিজেপি"র ব্যাপক আয়োজন

আগরতলা, ১৭ মে : রাণী অহল্যাবাঈর ৩০০ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আজ এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত প্রদেশ কর্মশালায় আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

এদিন রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, পুণ্যশ্লোক' রাণী অহল্যাবাঈ হোলকার ছিলেন মহিলাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, মহিলা স্বশক্তিকরণের অনন্য প্রতীক। তাঁর মহিলা স্বশক্তিকরণকে পাথেয় করে বিকশিত ভারত নির্মানের পথকে আরো সুদৃঢ় করে চলেছে। তাই ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ হোলকারের জন্মদিবস আগামী ৩১ মে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রদেশ বিজেপি। আজ এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত কর্মশালায় আয়োজন করা হয়েছে।

প্রয়াত কমরেড বিজন আচার্যকে সিপিআইএম রাজ্য দপ্তরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

আগরতলা, ১৭ মে: সিপিআইএম নেতা বিজন আচার্যের প্রয়াণে শোকব্যক্ত করলেন পলিটব্যুরো সদস্য তথা সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। আজ তাঁর মরদেহ মেলার মাঠ দলীয় কার্যালয়ে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বামফ্রন্টের আহ্বায়ক মানিক দে, প্রাক্তনমন্ত্রী রতন ভৌমিক, প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্য সিপিএম নেতৃত্ব। পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, কমরেড বিজন আচার্য্য সিপিএমের একজন দক্ষ এবং বিশ্বাসী কর্মী ছিলেন। বিগত দিনে তিনি ব্যাঙ্কে চাকরী করতেন। অবসরের পর তিনি সিপিআইএমের রাজ্য দপ্তরের হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। তাতে তিনি অত্যন্ত দক্ষ এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত তিনি।

আজ ৪২.৪ কোটির অ্যাকোয়াপার্ক ও মৎস্য উৎসবের উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লী, ১৭ মে ।। কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রক এবং পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের মন্ত্রী, রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং ১৮ মে ত্রিপুরার কৈলাশহরে অবস্থিত সমন্বিত অ্যাকোয়াপার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং ত্রিপুরার আগরতলায় একদিনের মৎস্য উৎসবের উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় ৪২.৪ কোটি টাকা বিনিয়োগে এই সমন্বিত অ্যাকোয়াপার্কটির স্থাপন করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা সরকারের মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাসের পাশাপাশি সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জর্জ কুরিয়ানও উপস্থিত থাকবেন।

এই উপলক্ষে, মৎস্য ক্ষেত্রের বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের মধ্যে সার্টিফিকেট/অনুমোদন আদেশ বিতরণ করা হবে যার মধ্যে রয়েছে যোগ্য মৎস্যজীবী এবং মৎস্য চাষীদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিতরণ করা। শ্রেষ্ঠ কর্মক্ষম সমবায়, মৎস্য চাষী উৎপাদক সংস্থা এবং মৎস্য স্টার্ট-আপগুলিকেও এই খাতে তাদের অবদানের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করা হবে এবং পিএমএমএসওয়াই-এর অধীনে সমর্থিত সুবিধাভোগীরা শংসাপত্র পাবেন, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রতি সরকারের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।

মৎস্য অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রক, পিএমএমএসওয়াই-এর অধীনে একটি প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে সমন্বিত জলপার্ক স্থাপনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই জলপার্কগুলিকে সমন্বিত কেন্দ্র হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে যা হ্যাচারি এবং ফিড মিল থেকে শুরু করে কোল্ড স্টোরেজ, প্রক্রিয়াকরণ, প্রশিক্ষণ এবং বিপণন, সবই এক ছাদের নীচে পরিষেবা প্রদান করে। এই সুবিধাগুলি কেবল ভৌত কাঠামো নয়; এগুলি মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য অনুঘটক, বিশেষ করে এই অঞ্চলের যুব ও মহিলাদের জন্য। পার্কগুলি একটি হাব-এন্ড-স্পোক মডেলে কাজ করবে, যা আঞ্চলিক চাহিদা এবং নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলি পূরণের জন্য কাস্টমাইজ করা হয়েছে। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করে যে মৎস্য ও জলজ চাষের মূল্য শৃঙ্খলের সমস্ত দিক, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ থেকে শুরু করে খুচরো পর্যন্ত সমাধান প্রদান, উৎপাদন সর্বাধিকতর করা এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রচারের মাধ্যমে সমর্থিত। এই প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা এগিয়ে রয়েছে। প্রতি বছর মাথাপিছু ২৯ কেজিরও বেশি মাছ খাওয়ার হার সহ, ত্রিপুরা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মৎস্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। পিএমএমএসওয়াই এবং নীল বিপ্লবের অধীনে, ত্রিপুরা গত ১০ বছরে ৩১৯ কোটি টাকার প্রকল্প পেয়েছে যাতে জলজ চাষ সম্প্রসারণ, পরিকাঠামো, মৎস্য চাষীদের কল্যাণ এবং বাজার হস্তক্ষেপকে সমর্থন করা অন্তর্ভুক্ত।

ত্রিপুরার কৈলাশহরে ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার পার্ক রাজ্যে মাছ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের লক্ষ্যে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে, যার ফলে এর মূল্য শৃঙ্খলে বিস্তৃত অংশীদাররা উপকৃত হবেন।

টিজেইউ-র উদ্যোগে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

আগরতলা, ১৭ মে : ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন সিঁদুর-এর সফল অভিযানকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে আজ আগরতলা প্রেস ক্লাব চত্বরে এক ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ সকাল ১১টা থেকে সেনাবাহিনীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন সব সাংবাদিক, সংবাদপত্র কর্মীরা সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সাংবাদিকরা। এদিন সভাপতি প্রণব সরকার বলেন, পেহেলগামে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনারা যেভাবে আক্রমণ করেছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জার্নালিস্ট ইউনিয়ন আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে।পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে। বিগত কিছু দিন যাবৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীরা ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। তাঁদের প্রতি আশেষ শ্রদ্ধা জানাতেই আজকের এই অনুষ্ঠান, বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, উত্তরপূর্বাঞ্চলের একটি ছোটো রাজ্য ত্রিপুরা। এই রাজ্য থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীদের মনোবল বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও ত্রি বাহিনীর অফিসার এবং জওয়ানদের মনোবল বাড়াতে জার্নালিস্ট ইউনিয়নের তরফ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

লংতরাইভ্যালিতে ম্যালেরিয়া রোগ মোকাবিলা বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৭ মে: গতকাল লংতরাইভ্যালি মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ম্যালেরিয়া রোগ মোকাবিলা বিষয়ক এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক উত্তম কুমার ভৌমিক। সভায় তিনি ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। লংতরাইভ্যালি মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে সচেতনতামূলক অভিযান সংগঠিত করার জন্য তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন। এই অভিযানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবী, স্ব-সহায়ক দলের সদস্য-সদস্যাদের যুক্ত করার জন্যও মহকুমা শাসক পরামর্শ দেন। পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. পল নেইকুংগা দার্লং, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজু রিয়াং, মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএম দীপক চন্দ্র শর্মা সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

খোয়াই জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৭ মে : খোয়াই জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে আজ জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি হরিশঙ্কর পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় জিলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্যা বিজয়তা দেববর্মা, সদস্য রতন কুমার দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় রেশম শিল্প ও ভূমি উদ্যান দপ্তরের আধিকারিক জানান চলতি বছর খোয়াই জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকায় ৪০ জন তুঁত চাষিকে ২০ একর এলাকায় তুঁত বাগান করে দেওয়া হবে। প্রতি একর তুঁত বাগান করতে ৩৪ হাজার ৪০০ টাকা করে ব্যয় হবে। জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকার ৮৭ জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার লেম্বুছড়ায় তিরঙ্গা যাত্রা র‍্যালি, বীর জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে গর্বিত পদযাত্রা

আগরতলা, ১৭ মে : ত্রিপুরার লেম্বু ছড়া এলাকায় বিজেপি ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রা রেলি অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ রেলিটি "অপারেশন সিঁদুর" এবং ভারতের সেনাবাহিনীর সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজিত হয়। দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য এবং বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই অনুষ্ঠান এলাকাজুড়ে এক গর্বিত আবহ তৈরি করে।

রেলিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী তথা কৃষ্ণপুর বিধানসভার বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা, মন্ডল সহ-সভাপতি গোপাল দাস, সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। রেলিটি লেম্বুছড়া গ্রামের অলিগলি ঘুরে বেরিয়ে যায়, যেখানে স্থানীয় গ্রামবাসীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে তাঁদের দেশপ্রেমের পরিচয় দেন।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "ভারতের বীর শহীদ জওয়ানদের স্মরণে ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন। দেশের জন্য তাঁদের অসামান্য অবদানকে আমাদের প্রজন্ম যেন চিরদিন স্মরণ রাখে।

গ্রামের মানুষদের বিপুল উৎসাহ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে পুরো রেলিটি দেশপ্রেমমূলক এক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই রেলির মাধ্যমে জাতীয় গর্ব, ঐক্য, এবং শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি মহৎ বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

সেনাবাহিনীর প্রতিটি জওয়ান, তাঁদের আত্মবলিদান ও সেবা যেন আমাদের অনুপ্রেরণার মূল স্তম্ভ হয় এই বার্তাই ছিল র‍্যালির কেন্দ্রবিন্দু।

টিএসইউ-র অষ্টম মহকুমা সম্মেলনে নতুন নেতৃত্ব গঠিত, লড়াই জোরদারের আহ্বান

বক্সনগর, ১৭ মে : আজ বামপন্থী ছাত্র সংগঠন টিএস ইউ-এর সোনামুড়া মহকুমা কমিটির অষ্টম ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫২ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নেতাজি দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যরা এবং ভাতৃ সংগঠন এসএফআই, টিওয়াইএফ ও গণমুক্তি পরিষদের মহকুমা নেতৃবৃন্দ।

এদিনের সম্মেলনে নেতারা বলেন পার্বত্য ত্রিপুরায় দীর্ঘ শাসনকালেও রাজা ও কংগ্রেস সরকার উপজাতিদের জন্য শিক্ষা বা উন্নয়নের ব্যবস্থা করেনি।অনাহার ও অব্যবস্থাই ছিল পাহাড়ি জনগণের নিত্যসঙ্গী। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে শুরু হয় উপজাতিদের উন্নয়নের পথচলা স্কুল, অফিস, রাস্তা, কর্মসংস্থানসহ নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটে। তারা দাবি করেন এই উন্নয়নের পেছনে রয়েছে গণমুক্তি পরিষদ, উপজাতি যুব ও ছাত্র সংগঠনের লড়াই-আন্দোলন।

বর্তমান বিজেপি পরিচালিত সরকার নতুন করে উপজাতিদের জন্য কিছু না করে রাজ্যকে পিছিয়ে দিয়েছে বলেও অভিযোগ ওঠে।সম্মেলনে আগামী তিন বছরের জন্য ১৯ সদস্যের নতুন কমিটি গঠিত হয়। বিজয় দেববর্মাকে সভাপতি এবং নরেশ ত্রিপুরাকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। সম্মেলনের নেতৃত্বরা বলেন, আগামী দিনে উপজাতি ছাত্র সংগঠনকে আরও সক্রিয় ও তেজস্বী ভূমিকা নিতে হবে।

অপারেশন সিঁদুরের সফলতায় ধর্মনগরে আনন্দে ভাসল তিরঙ্গা র‍্যালি

আগরতলা, ১৭ মে : অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঐতিহাসিক সফলতা ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গৌরবময় জয়ের আনন্দে আজ ধর্মনগরে এক বিশাল তিরঙ্গা রেলি আয়োজিত করা হয়েছে। ধর্মনগরের পদ্মপুর এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এই রেলিটি। রেলির মাধ্যমে দেশবাসীর গর্ব, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি তুলে ধরা হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি।

এই মহাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী বিশ্ব বন্ধু সেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের শীর্ষকর্তা, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তারা, আইনজীবী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, ছাত্রছাত্রীসহ সমাজের নানা স্তরের সাধারণ মানুষ। সবার হাতে ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা, এবং মুখে ছিল "জয় হিন্দ", "ভারত মাতা কি জয়" এর মত উদ্দীপ্ত স্লোগান।

র‍্যালিতে উপস্থিত হয়ে অধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন জানান, "অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে এমন শিক্ষা দিয়েছে, যা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই জয় কেবল সেনাবাহিনীর নয়, সমস্ত ভারতবাসীর। তাদের সাহস, বীরত্ব ও আত্মবলিদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই আজকের এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।"

উপস্থিত জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, দেশের পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সেনাবাহিনীর জন্য গর্বের প্রকাশ এই তেরঙ্গা রেলিটিকে পরিণত করেছে এক স্মরণীয় দিনে। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য আজ ধর্মনগরের আকাশে-বাতাসে নতুন করে দেশপ্রেমের সুর তুলেছে।

গৃহস্থের বাড়ি থেকে ছাগল চুরি

আগরতলা, ১৭ মে : রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছাগল চুরির ঘটনা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের কড়া নজরদারির কারণে বাংলাদেশে গরু পাচার প্রায় বন্ধ। যার ফলে চোরের দল এখন গরু চুরির বদলে গৃহস্থের বাড়ি থেকে ছাগল চুরি শুরু করেছে।

শুক্রবার গভীর রাতে গোলাঘাটি কাঞ্চনমালা এলাকার ২ নং ওয়ার্ডে ছাগল চুরির ঘটনা ঘটে। ওই এলাকার দিনমজুর প্রদীপ রায়ের স্ত্রী প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সন্ধ্যায়ও তাদের গরু এবং ছাগল ঘরের ভেতরে বেধে দরজায় তালা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে উনি ঘর থেকে ছাগল বের করতে গিয়ে দেখেন দরজা খোলা। ঘরে ঢুকতেই দেখতে পান দুইটি ছাগল নেই। তার মধ্যে একটি গর্ভবতী ছাগলও রয়েছে।

প্রশাসনের আশ্বাসে জল ! সামান্য বৃষ্টিতেই কাঞ্চনপুরের কালি মন্দির ও মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় জলমগ্ন অবস্থা, তীব্র ক্ষোভ এলাকাবাসীর

কাঞ্চনপুর, ১৭ মে : আবারও সামান্য বৃষ্টিতে জলমগ্ন কাঞ্চনপুরের কালি মন্দির সংলগ্ন মণ্ডপ চত্বর এবং পুরানো মোটরস্ট্যান্ড এলাকা। শনিবার ভোরের হালকা বৃষ্টিতেই এলাকা জলের তলায় চলে যায়। কার্যত বন্ধ হয়ে যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা। মা কালী দর্শনে আসা ভক্তরা পড়েন চরম ভোগান্তিতে। তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এক মাসের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার জলের তলায় তলিয়ে গেল মন্দির চত্বর ও আশপাশের এলাকা। জল নিষ্কাশনের কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই এই দুরবস্থা। অথচ বিগত সোমবার এলাকাবাসীর প্রতিবাদে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু সেই আশ্বাস যে কেবল মুখের কথায় সীমাবদ্ধ, শনিবারের পরিস্থিতিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'প্রতিবারই সামান্য বৃষ্টিতে আমরা একই সমস্যার সম্মুখীন হই। প্রশাসনের কাছে বারবার জানিয়েও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। কেবল আশ্বাস, কাজের কাজ কিছুই হয় না।'

সংবাদ লেখা পর্যন্ত খবর, প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি ইঞ্জিন বসিয়ে জল নিষ্কাশনের কাজ শুরু হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, কেন আগে থেকে কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হলো না? প্রশাসনের এমন উদাসীনতা আর কতদিন সহ্য করবেন সাধারণ মানুষ?

টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ২৭ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ১৭ মে : টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ২৭ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা সিটির সহযোগিতায় শনিবার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই রক্তদান অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পদ্মশ্রী অরুণোদয় সাহা, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শুভকামানন্দ মহারাজ সহ অন্যান্যরা।

প্রসঙ্গত, স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে সাংবাদিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের ১০ু করে ছাড় দিয়ে আসছে টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টার। আজকের এই রক্তদান শিবিরে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্ণধার অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধকে সামনে রেখে ঘোষণা করেন আগামী এক বছর সেনা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা টেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষায় ১০ শতাংশ করে ছাড় পাবে।

রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বামী শুভকামানন্দ মহারাজ বলেন, রক্তের বিকল্প এখনো আসেনি। সে জন্য রক্তদান হচ্ছে মানব ধর্মের শ্রেষ্ঠ দান। জাতি ধর্ম বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে এক ফোটা রক্ত মানুষের জীবন বাঁচায়। স্বার্থ বোধের উপরে উঠে কিছু দান করলে ভগবানের বিশেষ আশিস থাকে। স্বার্থ বোধের উপরে উঠে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বানও রাখেন তিনি।বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পদ্মশ্রী অরুণোদয় সাহা টেরেসা ডাইগোনেস্টিক সেন্টারের ব্যবসা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। সকলকে সরকারি চাকরির জন্য বসে না থেকে ছোট হলেও ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করার আহবান রাখেন।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, রক্তদান রক্তের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। যারা আজ রক্তদান করছেন তারা সমাজের জীবনের শ্রেষ্ঠ মানব ধর্ম পালন করছেন। ডায়াগনোস্টিক সেন্টার গুলি দায়িত্ব নিয়ে সঠিক রিপোর্ট দেওয়ার কাজ করা উচিত। কারণ তাদের রিপোর্টের উপরে নির্ভর করে রোগীদের সুস্থতা। তেরেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টার সুনামের সঙ্গে এই কাজটি করে চলেছে সেজন্য তাদের আরো উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন তিনি। পাশাপাশি এ ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করে থাকে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas